এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ উপবাসী ১,৫০০ পুণ্যার্থীর হাতে প্রসাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
পঞ্চাশটা দেশে ছটপুজো ছড়িয়ে পড়েছে: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ১৭ নভেম্বর ২০২৬ ৩০ কার্তিক ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.11.2026, Vol. 20 Issue No. 155, 8 Pages, Price 3.00

বাহিনীর বদলা
সিআরপিএফ ছাউনিতে হামলাকারী দুই জঙ্গি হত

শ্রীনগর, ১৬ নভেম্বর: নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল কাশ্মীরে সিআরপিএফ ছাউনিতে হামলায় অভিযুক্ত দুই জঙ্গির। দু'জনেই পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-এ-তইবার সদস্য বলে জানা যাচ্ছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে লস্কর কমান্ডার লতিফ ভাটও।

গত বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামের মীর বাজারের কাছে আখরানে সিআরপিএফের ৪৬ ব্যাটেলিয়নের নাকাপার্টিতে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। তার পর থেকেই হামলাকারী জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছিল বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অভিযানে নেমেছিল নিরাপত্তা বাহিনী। শেষে কুলগামের লারু গ্রামে সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পান জওয়ানেরা। সেই মতো ওই গ্রাম ঘিরে ফেলে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়। ওই অভিযানের সময়েই নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় দুই জঙ্গির। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, লস্কর কমান্ডার লতিফই ছিলেন হামলার মূল পরিকল্পনাকারী।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সেনার পাশাপাশি অন্য নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা যৌথ ভাবে এই অভিযান চালান। সঙ্গে ছিল কাশ্মীর পুলিশের এলিট স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপও। গত বুধবারের ওই হামলায় সিআরপিএফের তিন জওয়ান আহত হন। এক জনের হাতে, এক জনের পায়ে এবং অপর জনের তলপেটে গুলি লাগে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছিল, মোট তিন জন হামলা চালিয়েছিলো। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর জানা যায়, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে ওই এলাকায় পৌঁছেছিলো তারা। গুলি চালিয়ে আবার জঙ্গলের পথেই পালিয়ে গিয়েছিলো। মোট ৩০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলো জঙ্গিরা।





সোমবার কাঁথিতে নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনায় কৃষ্ণনগরে আজ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজোতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কৃষ্ণনগর সফরকালে মোট ৪টি পুজো উদ্বোধন করার কথা তাঁর। কৃষ্ণনগরে এসে সর্বপ্রথম তিনি চাষা পাড়া বুড়িমার দর্শনে যাবেন। সেখানে উদ্বোধন করবেন বেলা তিনটে নাগাদ। এরপর কাঁঠাল পোতার ছোট মা ছাড়াও বউবাজার বারোয়ারি এবং পাত্র বাজার বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধনে আসেননি। এই প্রথম কৃষ্ণনগরবাসীর আবেগ ও উদ্দীপনার ডাকে সাড়া দিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে পদার্পণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

যদিও এ বিষয়ে সরকারিভাবে এখনো প্রাথমিক সূচি তৈরি হয়েছে। রানাঘাট সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস জানান, কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা হচ্ছে ঐতিহ্যপূর্ণ আর সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ রাখতে এবার মুখ্যমন্ত্রী আসতে চলেছে কৃষ্ণনগরে। এখনো পর্যন্ত সুচি অনুযায়ী তিনি চাষা পাড়া বুড়িমা, কাঁঠাল পোতার ছোটমা, বউবাজার বারোয়ারি এবং পাত্র বাজার বারোয়ারি পুজোতে যাবেন। সাথে থাকবেন বিজেপির জেলার নেতৃত্ব। যদিও গোটা রাজ্যের মধ্যে চন্দননগর কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো ছাড়াও নবদ্বীপ শান্তিপুর এবং কোচবিহারের রাস মেলাকে নিয়ে নতুন ভাবনা বর্তমান রাজ্য সরকারের। আর তাই প্রত্যেক জায়গার পাশাপাশি এবারের পুজোয় কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এর আগে বিরোধী দলে থাকার সময় তিনি কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন পুজো উদ্বোধনে। বেশ কয়েকটি বারোয়ারির পূজা উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যপূর্ণ জগদ্ধাত্রী পুজোতে অংশ নিচ্ছেন তিনি।

'আইন-নিয়ম মেনে আত্মরক্ষার্থেই গুলি'
ধৃত আরও দুই

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বোলপুর: বীরভূমে পুলিশি এনকাউন্টারে অভিযুক্ত রতন শেখের মৃত্যুর প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর অবশেষে মুখ খুলল জেলা পুলিশ। পুলিশের দাবি, সমস্ত আইন ও নিয়ম মেনেই আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়েছে। পাশাপাশি, পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার ঘটনায় রতনের আরও দুই সহযোগী নূর হুসেন শেখ ও রমেশ লোহারকে গ্রেপ্তার করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদীত রাজ ভুন্দেশ।

পুলিশ সুপার জানান, রতন শেখকে জিজ্ঞাসাবাদের পর অস্ত্র উদ্ধারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নানুর থানার উচকরণ গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ইটভাটায়। সেখানেই লুকিয়ে রাখা ৭ এমএম পিস্তল উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় রতন। প্রথম গুলিটি পুলিশের গাড়িতে লাগে। এরপর দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর সময় আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম হয় রতন। তাকে দ্রুত নানুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সুপারের বক্তব্য, অস্ত্র উদ্ধারের সময় নিয়ম মেনেই ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। সেই সময় আচমকাই রতন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ফলে আত্মরক্ষার স্বার্থেই পুলিশকে পাল্টা গুলি চালাতে হয়। গোটা প্রক্রিয়া আইন মেনেই সম্পন্ন হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পুলিশের এন কাউন্টারের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজ্যজুড়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে জেলা পুলিশ প্রশাসন

পুলিশ সুপার জানান, একটি মামলায় জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর জেলের বাইরে রতনের সঙ্গে দেখা করেছিল তার দুই সহযোগী রমেশ লোহার ও নূর হুসেন শেখ। পুলিশের অনুমান, তাদের কাছ থেকেই সম্ভবত ওই আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছিল রতন। অস্ত্রটি কোথা থেকে এসেছিল, কে তাকে সরবরাহ করেছিল এবং জেলের ভিতরে বসেই কোনও ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা হয়েছিল কি না, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনায় পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯, ১১৮, ১৩২, ২২১ ও বিএন এস ৩৫ নম্বর ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে। গ্রেপ্তার হওয়া রতনের দুই সহযোগীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের উৎস ও ঘটনার পিছনে আরও কারও যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

এনকাউন্টার ঘিরে ওঠা প্রশ্নের মধ্যেই তদন্তের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহের জন্য আবেদন করেছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার জানান, সিআইডি তদন্ত করতে চাইলে জেলা পুলিশের কোনও আপত্তি নেই। অন্য জেলার পুলিশও তদন্ত করতে পারে। ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হবে।

অন্যদিকে, রতন শেখের মৃত্যু নিয়ে পুলিশের ভূমিকা ও এনকাউন্টারের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, অপরাধীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু সেই শাস্তি দেওয়ার অধিকার পুলিশের নয়, বিচারব্যবস্থার। পুলিশ, তদন্তকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগ আইনের আওতায় থেকেই অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করবে।



২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সময় কাকলিদের

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: তৃণমূলের প্রতীকে জিতে পরে দলত্যাগ করে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ সাংসদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিল লোকসভার সচিবালয়। এর আগে দলত্যাগের অভিযোগে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করা হবে না কেন, তার জবাব দেওয়ার জন্য ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। এই সময়ের পরে আর কোনও আবেদন বিবেচনা করা হবে না বলেই সচিবালয় সূত্রে খবর। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা অভিযোগের জবাব দিতে এবার কার্যত শেষ সুযোগ পেলেন বিদ্রোহী সাংসদরা।



যদিও লোকসভার সচিবালয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ২৫ অগস্ট ২০ সাংসদের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সাত দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও তাঁরা অতিরিক্ত সময় চান। প্রথমে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়, যার মেয়াদ শেষ হয় ২২ সেপ্টেম্বর। এরপর আরও চার সপ্তাহ চেয়ে আবেদন করেন তাঁরা। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার দিন, অর্থাৎ ২০ অক্টোবর ফের চিঠি পাঠিয়ে সময় বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়। সাংসদদের পক্ষ যুক্তি দেওয়া হয়, রাজ্যে দুর্গাপুজোর ছুটির কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিস্তারিত জবাব তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত আরও দু'সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার আর সময় বাড়াতে রাজি নয় লোকসভার সচিবালয়। এই বিষয়ে সচিবালয় সূত্রের খবর, এবার এই নোটিসের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ২৪ নভেম্বরের মধ্যে জবাব জমা দিতে হবে। তারপরে নতুন করে আর সময় চাওয়ার সুযোগ থাকবে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বক্তব্য না এলে তাঁদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ও সংসদীয় প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

এক্স বন্ধ ঋতদের, নিশানায় কালীঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে বিবাদ এখনও মেটেনি। তার মধ্যেই বড় ধাক্কা খেল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'। সোমবার সকাল থেকে এক্স প্ল্যাটফর্মে তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টটি আর খোলা যাচ্ছে না। '@AITCofficial26' হ্যান্ডলে ঢুকলেই দেখা যাচ্ছে, অ্যাকাউন্টটি সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই শিবিরের মধ্যে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়। তবে এক্স-এর তরফে জানানো হয়, নিয়মবিধি লঙ্ঘনের কারণে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করা হয়েছে। তবে কোন নিয়ম ভাঙার অভিযোগে এই পদক্ষেপ, তা নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। ফলে আচমকা অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়ার পিছনে কী কারণ আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এই ঘটনার জন্য সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবিরকে দায়ী করেছে ঋতব্রত গোষ্ঠী। তাদের মুখপাত্র ঋজু দত্তের অভিযোগ, দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনে আইনি ও সাংগঠনিক লড়াই চলার মধ্যেই পরিকল্পিতভাবে গণ-রিপোর্ট করে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'মাস রিপোর্ট করে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

তবে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে অ্যাকাউন্টটি ফের চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ মমতা শিবির।

অপরাধে 'জিরো টলারেন্স', ফের কঠোর বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরাধ দমনে ফের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুষ্কৃতীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, বাংলায় অপরাধীদের কোনও স্থান নেই। আইন হাতে তুলে নিলে তার কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা পুলিশের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গুণ্ডামি করবেন না। পুলিশকে গুলি করবেন না। ফল খুব খারাপ হবে। আইন হাতে তুলে নেবেন না।' পাশাপাশি, এদিন সাট্টা-মাদক রুখতে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জগদ্ধাত্রী পুজোর একাধিক উদ্বোধন সেরে জেলা পরিষদ হলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত 'পেস' প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্রও তুলে দেন তিনি।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, 'পেস' প্রকল্পে মোট ৮৮,১১০ জন আবেদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১,১৩১ জনকে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সোমবার ৬০০ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। কয়েক জনের হাতে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নিয়োগপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠান থেকে কর্মসংস্থান নিয়েও একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নতুন করে সাজানো হয়েছে এবং স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত নিয়োগই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর দাবি, আগামী এক বছরের মধ্যে এক লক্ষ নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং আর কোনও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ হবে না।

পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের সরকার ক্ষমতায় ফিরলে নিয়োগ প্রক্রিয়া ওবিসি সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে যেত। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে স্বচ্ছ নিয়োগের পথে এগোচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। শিল্পায়নের প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ৩৩টি শিল্পগোষ্ঠীকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী বছরের জানুয়ারিতে শালবনীতে জিন্দাল গোষ্ঠীর দ্বিতীয় ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

চাকরিপ্রার্থীদের স্বস্তি দিতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার আবেদন ফি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি খুব শীঘ্রই 'ভরসা' প্রকল্পে ভাতা প্রদান শুরু হবে বলেও ঘোষণা করেন। উচ্চমাধ্যমিকের পর ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দিতে 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রকল্প চালুর কথাও জানান তিনি। এই প্রকল্পে তিন বছরে মোট ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় আর বন্‌ধের রাজনীতি চলবে না এবং যে সংস্থা যত বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে, সরকার তাদের তত বেশি সুযোগসুবিধা দেবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। শিল্প ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা নিয়েও এ দিন অত্যন্ত কঠোর অবস্থানের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মাদক কারবার, সাট্টা ও জুয়ার ঠেক অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি পুজো কমিটিগুলিকেও সতর্ক করেন। তাঁর বার্তা, পুজো অনাড়ম্বর ভাবে করতে হবে, কোনও ভাবেই জুয়া বা সাট্টার আসর বসানো চলবে না।

পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো বা গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর ফল খারাপ হবে।' ছোটদের উপর শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করার আর্জি জানানোর পাশাপাশি খুন ও ধর্ষণে অভিযুক্তদের এলাকা ছাড়ার চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, অপরাধীদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।



পুবে আরও এগোতে ম্যানিলায় মোদী

ম্যানিলা, ১৬ নভেম্বর : ২৩তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং ২১তম ইস্ট এশিয়া সম্মেলনে যোগ দিতে ৩ দিনের সফরে ফিলিপিন্সের ম্যানিলা পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবারের আসিয়ান সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে ফিলিপিন্স। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়, বাণিজ্য, সমুদ্র নিরাপত্তা এবং ইন্দো-প্যাসিফিকে স্থিতিশীলতা।

ম্যানিলার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, ''ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'র কেন্দ্রে রয়েছে আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক। এটি আমাদের মহাসাগর ভিসশনেরও কেন্দ্রে। আসিয়ান-ভারত সম্মেলনে সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতির উপর কাজ করতে চাই।'' এছাড়াও ইস্ট এশিয়া সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ ইস্ট এশিয়া সম্মেলন।



ইন্দো-প্যাসিফিকে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা জোরদার করতে রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করব।''

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল কোয়াড বৈঠক। ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় ম্যানিলায় হতে চলেছে কোয়াড নেতাদের বৈঠক। যেখানে নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি থাকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি।

এবারের আসিয়ান সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে মূলত ৩টি বিষয়। প্রথমত, আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য। ভারত-আসিয়ান বাণিজ্য এখন প্রায় ১২২ বিলিয়ন ডলার। তবে বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি প্রায় ৫১ বিলিয়ন ডলার। এই অবস্থায় বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা দ্রুত শেষ করতে চায় ভারত। দ্বিতীয়ত, সমুদ্র নিরাপত্তা। ২০২৬ সালকে আসিয়ান-ভারত সামুদ্রিক সহযোগিতার বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে বৈঠকে দক্ষিণ চিন সাগরে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা, জলদস্যুতা রোধ, অবৈধ মাছ ধরা রোধ এবং মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া, মায়ানমারের রাজনৈতিক ও মানবিক সংকট নিয়েও এই সম্মেলনে আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কূটনৈতিক মহলের দাবি, এই আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠতে চলেছে পুবের সাগরে চিনা আগ্রাসনের মোকাবিলা।

নেতাজি ইন্ডোরে ‘সনাতন ভাইবস’, ৫ লক্ষ হনুমান চালিশা পাঠে মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আজ ১৭ নভেম্বর ‘সনাতন ভাইবস’ নামে এক বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হিসেবে একযোগে ৫ লক্ষ হনুমান চালিসা পাঠের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল আরএন রবি। অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ প্রদান করবেন জগৎগুরু রামভদ্রাচার্যজি মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রকাশ চতুর্বেদী। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক ধর্মীয় নেতা, সাধু-সন্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। আয়োজকদের দাবি, সনাতন ধর্মের আদর্শ, সামাজিক ঐক্য এবং আধ্যাত্মিক চেতনার প্রসারের লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হনুমান চালিসা পাঠের পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনা ও আশীর্বচনেরও আয়োজন রাখা হয়েছে। দেশজুড়ে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ‘সনাতন ভাইবস’-এর মতো বৃহৎ আয়োজনেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মানা চক্রবর্তীর উদ্যোগে নজরকাড়া জগদ্ধাত্রী পুজো



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার তালতলা ইউথ কর্নারের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন হয়ে গেল। চন্দননগর ও কৃষ্ণনগরের পুজোর সঙ্গে পাল্লা দিতে আলোর বর্ণময় সাজ এবং আকর্ষণীয় মণ্ডপ তৈরি করেছেন উদ্যোক্তারা। এই আয়োজনের নেপথ্যে রয়েছেন মানা চক্রবর্তী। তাঁর উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় পুজো ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি উৎসাহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অরুণ হাজরা, স্বাধীনতা সংগ্রামী বরুণ চক্রবর্তী, সন্তোষ পাঠক এবং চন্দন চক্রবর্তী। উদ্বোধন ঘিরে পুজো প্রাঙ্গণে ছিল উৎসবের আবহ। দর্শনার্থীদের মন জয় করতে এবারও নানা আকর্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন আয়োজকেরা।

গঙ্গায় ডুবতে থাকা কুকুরকে উদ্ধার, এনডিআরএফকে দ্রুত নামালেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছটপুজোর সকালে বাবুঘাটে প্রশাসনিক প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়ে গঙ্গার জলে একটি কুকুরকে ডুবতে দেখেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। আর দেরি না করে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-কে খবর দেন তিনি। এরপরেই উদ্ধারকারীরা দ্রুত জলে নেমে কুকুরটিকে তুলে আনেন। পরে তার চিকিৎসা ও খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। সোমবার ভোরে ছটপুজো উপলক্ষে বাবুঘাট-সহ গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটের পরিস্থিতি পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। ঘাটে আসা পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা এবং পুজোর আয়োজন ঠিকঠাক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছিলেন তিনি। সেই সময়ই নজরে আসে, গঙ্গার জলে প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করছে একটি কুকুর। কিন্তু স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে আর পেরে উঠছিল না প্রাণীটি। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই এনডিআরএফের কর্মীদের উদ্ধারকাজে নামতে বলেন মন্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় কুকুরটিকে জল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ততক্ষণে সেটি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। জল থেকে তোলার পর কুকুরটির প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তার জন্য খাবারও জোগাড় করা হয়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে শুরু করে প্রাণীটি। কুকুরটি কিছুটা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ঘটনাস্থলেই অপেক্ষা করেন মন্ত্রী নিজে। ছটপুজোর মতো বড় উৎসবের দিনে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিপন্ন একটি প্রাণীকে বাঁচাতে মন্ত্রীর এই উদ্যোগ অনেকের নজর কেড়েছে। এই ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর সমাজমাধ্যমেও অনেকে তাঁর এই ভূমিকার প্রশংসা করেন।

পঞ্চায়েতের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সাম্মানিক বাড়াল রাজ্য, ১ নভেম্বর থেকেই কার্যকর



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের পর ১৩ নভেম্বর এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কর্মীদের বর্তমান মাসিক সাম্মানিকের ভিত্তিতে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা হবে। ১ নভেম্বর ২০২৬ থেকে এই বর্ধিত সাম্মানিক কার্যকর হবে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, যাঁদের বর্তমান মাসিক সাম্মানিক ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত, তাঁদের মাসে অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ২৫ হাজার টাকার বেশি থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সাম্মানিকপ্রাপ্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে মাসিক ৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর যাঁদের বর্তমান সাম্মানিক ৪৫ হাজার টাকার বেশি, তাঁদের মাসিক ১০ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই বৃদ্ধি সব চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, যাঁরা ইতিমধ্যেই পৃথক সরকারি নির্দেশে বর্ধিত সাম্মানিক পাচ্ছেন, তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের নির্দিষ্ট নীতির আওতাভুক্ত কর্মী, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ-এর কর্মী, ব্লক-স্তরের অ্যাকাউন্টস ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, চুক্তিভিত্তিক সহকারী বাস্তুকার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং গত দু’বছরে এককালীন সাম্মানিক বৃদ্ধি পাওয়া কর্মীরা এই সিদ্ধান্তের আওতায় থাকবেন না। প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের আর্থিক সুরাহা এবং কাজের উৎসাহ বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ দপ্তর জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই সাম্মানিক পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তরের সম্মতি ছাড়া আর কোনও বৃদ্ধি করা যাবে না।

সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়, ‘ছটি মাইয়া কি জয়’ ধ্বনিতে বাংলার ঘাটে শেষ হল ছটপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সূর্যদেবের আরাধনায় চারদিন ধরে চলা ছটপুজো শেষ হল সোমবার সকালে। ভোরের আলো ফুটতেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের নদী ও জলাশয়ের ঘাটে জড়ো হন অসংখ্য ব্রতী ও পুণ্যার্থীরা। সোমবারের উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন এবং ‘ছটি মাইয়া কি জয়’ ধ্বনিতে শেষ হয় এই বছরের মতো কঠিন ব্রত। এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন ঘাটে ছিল উৎসবের আবহ। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছটপুজোকে ঘিরে দেখা যায় ভক্তি ও বিশ্বাসের ছবি। গঙ্গার ঘাটগুলিতে ভোর থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করেন পুণ্যার্থীরা। পুজোর আয়োজন ঘিরে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য বিভিন্ন ঘাটে রাখা ছিল নিরাপত্তার ব্যবস্থা। নিজের সন্তানের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি এবং মনোবাঞ্ছা পূরণের কামনায় ছটপুজোয় ব্রত পালন করেন ভক্তরা। সূর্যদেবের পাশাপাশি এই উৎসবে আরাধনা করা হয় ছটি মাইয়া বা ষষ্ঠী দেবীর। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিকে কেন্দ্র করে চারদিন ধরে চলে এই উৎসব। নহায়-খায় দিয়ে শুরু হয় ছটের আনুষ্ঠানিক পুজো পর্ব। দ্বিতীয় দিন পালিত হয় খরনা। এই দিন থেকেই কঠোর উপবাস শুরু করেন ব্রতীরা। অনেকেই এদিন নির্জলা উপবাস পালন করেন। তৃতীয় দিন বিকেলে স্থানীয় নদী বা জলাশয়ে দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এরপর শেষ দিনে ভোরে উদীয়মান সূর্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য করেই সম্পন্ন করা হয় পুজো। বাংলার উৎসবের তালিকায় ছটপুজোর উপস্থিতি এখন বেশ পরিচিত। ভিন্ন ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসবেও কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সামিল হন বহু মানুষ। সোমবার সকালে ঘাটে ঘাটে সেই সম্প্রীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ছবিই ধরা পড়েছে। সূর্যাস্তের অর্ঘ্য থেকে সূর্যোদয়ের প্রার্থনার মাধ্যমে চার দিনের এই ব্রত শেষে ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরল রাজ্যের নদী-ঘাটগুলি।



বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাল মেট্রো রেল



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার লড়াই এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানাল কলকাতা মেট্রো রেল। সোমবার মেট্রো রেল ভবনে জনজাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এই বছরের ১৫ নভেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জনজাতি নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই দিনটি পালন করা হয়। তবে এ বছর ১৫ নভেম্বর ছুটি থাকায় একদিন পরে, ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠানটি আয়োজন করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এদিন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর তিনি মেট্রো রেলের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক, কর্মী এবং অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের জোনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান।

প্রয়াত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজ, বয়স হয়েছিল ৯০ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজ প্রয়াত হলেন। সোমবার, ১৬ নভেম্বর দুপুর ১২টা ১৩ মিনিটে বৃন্দাবনের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তাঁর প্রয়াণে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী, ভক্ত ও অনুরাগীদের মধ্যে শোকের আবহ তৈরি হয়। মঙ্গলবার দুপুর ২টোয় বৃন্দাবনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। ১৯৩৬ সালের ১ জুলাই কেরলের এর্নাকুলাম জেলায় জন্ম স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজের। স্বামী যতীশ্বরানন্দজি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬১ সালে বেঙ্গালুরু মঠের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগ দেন। এর দশবছর পর, ১৯৭১ সালে রামকৃষ্ণ মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি মহারাজের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন। বেঙ্গালুরু মঠে দীর্ঘদিন বিভিন্ন দায়িত্ব সামলানোর পর ১৯৭৮ সালে তাঁর কর্মজীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা ‘প্রবুদ্ধ ভারত’-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান তিনি। টানা আট বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য হন স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজ। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে দুই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সাধারণ সম্পাদক করা হয়। প্রায় ২৫ বছর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন তিনি। পরে ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ওই পদেই ছিলেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের পাশাপাশি শিক্ষাদানেও বিশেষ অবদান ছিল তাঁর।

মাছ উৎপাদনে নজির গড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্বনির্ভরতার পথে জেলা

দেবাশিস দে ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মাছ উৎপাদনে এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। চলতি বছরে এই জেলায় মোট ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যা সর্বকালীন রেকর্ড বলে মনে করছে মৎস্য দপ্তর। বর্তমান রাজ্য সরকার মৎস্য দপ্তরের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় সরকারি প্রকল্প ও কাজের গতি বহুগুণ বেড়েছে, যার প্রত্যক্ষ সুফল মিলতে শুরু করেছে জেলার মৎস্য উৎপাদনে। আগামী বছরেও এই উৎপাদনের হার আরও বাড়িয়ে জেলাকে মাছ চাষে পুরোপুরি স্বনির্ভর করে তুলতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি বৃহৎ অংশের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্যজীবিকার সঙ্গে যুক্ত। তবে ঐতিহ্যগতভাবে এই জেলার অধিকাংশ মৎস্যজীবী নদী ও গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে তা বাইরে রপ্তানি করার ওপরই বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-সহ নানা প্রতিকূলতা ও জীবনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় মৎস্যজীবীদের। পাশাপাশি, প্রতিবার সামুদ্রিক মাছের জোগান কমবেশি হওয়ার কারণে জেলার সামগ্রিক উৎপাদনের হিসেবেও তারতম্য ঘটে। এই পরিস্থিতি বদলাতেই রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অভ্যন্তরীণ মাছ চাষ বা পুকুর ও জলাশয়ে মাছ চাষের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। কারণ, নিজ উদ্যোগে পুকুর বা ভেড়িতে মাছ চাষ করলে সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকি যেমন কমে, তেমনই নিশ্চিত আয়ের পথও প্রশস্ত হয়।

জেলার সামগ্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মাছের একটি বড় অংশ যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ভেড়ি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুকুর ও জলাশয়ে চাষ হওয়া মাছেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যদিও চলতি বছরে প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে ভেড়িচাষে আশানুরূপ ফল না মেলায় সেই ক্ষেত্র থেকে উৎপাদন কিছুটা কম হয়েছে। তা সত্ত্বেও জেলার মোট উৎপাদন ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার মেট্রিক টনের রেকর্ড ছুঁয়েছে। আগামী বছর ভেড়িচাষের এই ঘাটতি মিটিয়ে সার্বিক উৎপাদন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত আশাবাদী মৎস্য দপ্তর। এই লক্ষ্যপূরণে ইতিমধ্যেই বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশে জেলার মৎস্যজীবীদের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ জোরকদমে শুরু হতে চলেছে। প্রশাসনের আশা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে জেলায় প্রথাগত মাছ চাষির সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনই উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। বিপুল পরিমাণে মাছ বাইরে রফতানি করে জেলার অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে এবং এর সরাসরি সুফল পাবেন জেলার অসংখ্য প্রান্তিক মৎস্যজীবী ও তাঁদের পরিবার।



শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Sk Shukur Ali, S/o. Barkat Ali Sekh, R/o. Keota Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., do hereby declare that my correct & actual name is Sk Shukur Ali, which has been recorded in my son's (Sk Sadiq Ali) birth certificate. That, I, Sk Shukur Ali & Sukur Ali Sekh & Sukur Ali all are the same & one identical person vide an affidavit no. 26503, dated 16/11/2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court, which names have been recorded in my & my son's all documents.

গত 16/11/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26509 নং এফিডেভিট বলে আমি Sutibra Ray (old name), S/o. Karuna Kanta Roy, R/o. Beni Madhab Som Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sutibra Ray নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sutibra Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sutibra Roy & Sutibra Ray, S/o. Karuna Kanta Roy, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/11/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26521 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Imran, S/o. Sk Noor Alam, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B/2025/1015741, dated 25.07.2025) কন্যার সঠিক নাম Sekh Inayat-এর পরিবর্তে Sk. Lila লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া Sekh Inayat, R/o. Korala, Paschimpara, Debanandapur, Polba, Hooghly-712123, W.B., লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার কন্যা Sekh Inayat ও Sk. Lila, D/o. Sk Imran সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 21389 নং এফিডেভিড বলে আমি Sunita Barik, W/o. Batakrishna Barik, D/o. Prankrishna Paramanik, R/o. Akna, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Jasomati Paramanik, D/o. Prankrishna Paramanik, Barik Jasomati, W/o. Batakrishna, Sunita Barik W/o. Batakrishna Barik & Sunita Barik D/o. Prankrishna Paramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 05/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24088 নং এফিডেভিড বলে আমি Bivas Bauri, S/o. Dinabandhu Bauri, সাকিম মাঠপাড়া, মগড়া, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Bivas Bauri S/o. Dinabandhu Bauri, Bivas Bauri S/o. Dinabandhubauri & Bibhash Das S/o. Dinu Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি আমার সকল নথিপত্রে ও পাস বুক SBI, মগড়া ব্রাঞ্চ ও Policy No. xxxxx2155, Max New Work Life-তে লিপিবদ্ধ আছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মলিনা টিকাদার, স্বামী- হরবিত কুমার টিকাদার, সাং পশ্চিম হরিনভাঙা, পোঃ হরিতলা, থানা- ইঁসখালী, জেলা নদীয়া গত ইং ১৪.১০.২০২৬ তারিখে ইঁসখালী ADSR অফিসের I-4330/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে নদীয়া জেলার ইঁসখালী থানার ৬৮ নং পশ্চিম হরিনভাঙা মৌজার L.R ২৮৯ নং খতিয়ানে এবং R.S ও L.R ১১২৯, ১১৩০, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৪ ও ১১৩৫ নং দাগে মোট ৭ শতক জমি নিজ কীর্তনীয়া, স্বামী- পরিমল কীর্তনীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। নিজ কীর্তনীয়া উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৯.০৫.২০২০ তারিখে DSR নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৬১২ নং কোবলা দলিলমূলে চন্দ্রশেখর বিশ্বাস পক্ষে আমমোক্তার পরিমল কীর্তনীয়া মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তি পরিমল কীর্তনীয়া DSR নদীয়া অফিসের ২০.০৯.২০১৯ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫নং বহির ৩৪৯/১৯ নং আমমোক্তারনামা বলে চন্দ্রশেখর বিশ্বাস, পিতা- চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ইঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় অহিন মোতাবেক কার্য্য হইবে। ত্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগন, (১) বিষ্ণু পাল, (২) শংকর পাল, (৩) কৃষ্ণপদ পাল, সকলের পিতা- মাধব পাল, সর্ব সাং বগুলা কলেজপাড়া, পোঃ বগুলা, থানা- ইঁসখালী, জেলা- নদীয়া, উক্ত বিষ্ণু পাল গত ইং ২০.০৪.২০২১ এবং ২৮.০২.২০১৯ তারিখের DSR, নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৯৩৭ ও ২১৫৬ নং বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে নদীয়া জেলার ইঁসখালী থানার ৬১ নং বগুলা মৌজার L.R ৮১৬১ নং খতিয়ানে এবং R.S ও L.R ৪৯০ নং দাগে মোট ২.৫৬৩ শতক জমি ওজনদার রায়, পিতা- পঞ্চানন রায়-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত কৃষ্ণপদ পাল গত ইং ২৮.০২.২০১৯ তারিখের DSR, নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২১৫৬নং বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে নদীয়া জেলার ইঁসখালী থানার ৬১ নং বগুলা মৌজার L.R ৮১৬১ নং খতিয়ানে এবং R.S ও L.R ৪৯০ নং দাগে মোট ১.৩৪ শতক জমি ওজনদার রায়, পিতা- পঞ্চানন রায়-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত শংকর পাল গত ইং ২৮.০২.২০১৯ তারিখের DSR, নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২১৫৬নং বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে নদীয়া জেলার ইঁসখালী থানার ৬১ নং বগুলা মৌজার L.R ৮১৬১ নং খতিয়ানে এবং R.S ও L.R ৪৯০ নং দাগে মোট ১.৩৩ শতক জমি ওজনদার রায়, পিতা- পঞ্চানন রায়-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। ওজনদার রায় উক্ত সকল সম্পত্তি গত ইং ২৮.০৮.২০১৭ তারিখে ইঁসখালী ADSR অফিসের ৪ নং বহির ৪৬ নং আমমোক্তার মাধ্যমে শিখা রায়, স্বামী ওজনদার রায় এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। এক্ষণে আমার মক্কেলগন উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ইঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় অহিন মোতাবেক কার্য্য হইবে। ত্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত।
দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৪৯/২০২৪
বাদী:- শ্রী শুভঙ্কর সাহা,
বনাম
বিবাদী:- শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র সাহা দীং
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী জেলা- নদীয়া, থানা ও এ. ডি. এস. আর. নবদ্বীপ ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজা মধ্যে নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তর্গত ৪নং ওয়ার্ডের মাথাপুর রোডস্থ ৯৯২/১ নং হোল্ডিং ভুক্ত এল. আর. ২৭১৫০, বর্তমান এল. আর. ২৭৬২৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ৮৯৫/৭৪৬৮ ও এল. আর. ৬৫৭৮ নং দাগভুক্ত ৩ শতক সম্পত্তি ও তদস্থিত গৃহাদী, যাহার উত্তরে- বিনোদ বিহারী ঘোষের বাড়ী, দক্ষিণে- ৬ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তা, পূর্বে পৌরসভার পীচ রাস্তা, পশ্চিমে- সত্যগোপাল সাহা দীং- এর সম্পত্তি- তপশীল লইয়া উপরোক্ত নং মোকদ্দমা বিবাদীগনের বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ৩) সবিতা সাহা, স্বামী- মধুসুদন সাহা, সাং- প্রাচীনমায়াপুর, নরহরি ধাম, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ৪) শ্রীমতি দুলু সাহা, স্বামী- মৃত সত্যগোপাল সাহা ও ৬) শ্রীমতি পাপিয়া সাহা, স্বামী দীপক সাহা, উভয়ের সাং- ৩নং শ্রীনগর মিলন পল্লী, শিবকালি মন্দির, পোঃ ও থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১২৯- এর পক্ষে মোকদ্দমার সমন জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৩, ৪ ও ৬নং বিবাদী যদি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।
আদেশানুসারে Ashis Biswas , সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

জমি বিক্রয়

জেলা- ঝাড়গ্রাম, থানা- ঝাড়গ্রাম, মৌজা- বসন্তপুর, জে.এল. নং- ৭১৪ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত, নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত, সম্পূর্ণ নির্জ্ঝাট জমি বিক্রয় হইবে।

জমির বিবরণ

১) হাল দাগ নং- ৩৫/৭৫, পরিমাণ- ৩৩ ডেসিমেল, শ্রেণী- বাস্তু ২) হাল দাগ নং- ৩৫/৭৬, পরিমাণ-৪৬ ডেসিমেল, শ্রেণী-ডাহি।

মোট পরিমাণ-৭৯ ডেসিমেল

যোগাযোগ- গোপাল পট্টনায়ক, পিতা- হরেন্দ্র

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ২০২৬, ৩০ কার্তিক ১৪৩৩, মঙ্গলবার

ছটপুজোয় ভবানীপুরে ‘লিট্টি-চোখা’য় জনসংযোগ

উপবাসী ১,৫০০ পুণ্যার্থীর হাতে প্রসাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছটপুজোর আবহে ভবানীপুরে জনসংযোগের অন্য ছবি। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের উপবাসী পুণ্যার্থীদের জন্য লিট্টি-চোখার আয়োজন করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। ছটপুজো উপলক্ষে হরিশ পার্কে প্রায় দেড় হাজার মানুষের হাতে প্রসাদ হিসেবে লিট্টি-চোখা তুলে দেওয়া হয়। ভবানীপুর বিজেপি কমিটি এবং বিধায়কের অফিসের যৌথ উদ্যোগে এই প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল। সারাদিনের উপবাসের পর প্রসাদ পেয়ে খুশি এলাকার পুণ্যার্থীরাও।

ছটপুজো মূলত সূর্যদেব ও ছঠি মাইয়ার উপাসনাকে কেন্দ্র করে পালিত হয়। এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কঠোর সংযম, নিষ্ঠা এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা। বিশেষ করে কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মানুষের কাছে ছটপুজো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। সেই আবেগকে মর্যাদা দিয়েই ভবানীপুরে এই আয়োজন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হরিশ পার্কে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রায় দেড় হাজার উপবাসী পুণ্যার্থীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। ছটব্রত পালনকারীরা সারাদিন নির্জলা উপবাসের পর সন্ধ্যায় সূর্যকে অর্ঘ্য



নিবেদন করেন। সেই কঠোর উপবাসের পর তাঁদের হাতে লিট্টি-চোখা প্রসাদ হিসেবে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় বিজেপি কমিটি ও বিধায়কের দপ্তর। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে খাবার বিতরণের এই আয়োজন উৎসবে অংশ নেওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে আলাদা উৎসাহ তৈরি করে। তবে এই কর্মসূচির রাজনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভবানীপুর শুধু মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র নয়, কলকাতার অন্যতম রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাও। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস এই কেন্দ্রে। ফলে ছটপুজোর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ এবং পুণ্যার্থীদের পাশে দাঁড়ানো নিছক উৎসবের আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় স্তরে জনসংযোগের বার্তাও।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার চিকিৎসায় বিশেষ কেন্দ্র এনআরএসে, উদ্বোধনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার মতো বংশগত রক্তরোগের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় করার পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে এবার বিশেষ কেন্দ্র চালু হল কলকাতার এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই রোগের চিকিৎসা ও গবেষণার সুযোগ বাড়াতে গড়ে তোলা হচ্ছে ‘সেন্টার অফ কমপিটেন্স ফর সিকেল সেল ডিজিজ’। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে একাধিক রাজ্যে এই কেন্দ্রগুলির উদ্বোধন হয়। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে এনআরএসেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এনআরএসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। কেন্দ্র চালুর পাশাপাশি রোগকে শনাক্ত করার জন্য অত্যাধুনিক ক্যাপিলারি থ্রি-ডিবিএস যন্ত্রেরও উদ্বোধন করা হয়। এই কেন্দ্র থেকে সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য রক্তরোগ এবং ব্লাড ক্যানসারের উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে



দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। তাঁর কথায়, চিকিৎসার খরচ যাতে সাধারণ মানুষের কাছে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই পরিষেবার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এরপর প্রয়োজন হলে বেসরকারি হাসপাতালগুলিও এই ধরনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে। যদিও সিকেল সেল অ্যানিমিয়া একটি বংশগত রোগ। এই রোগে রক্তের লোহিত কণিকার স্বাভাবিক গোলাকার আকৃতি বদলে কাস্তের মতো হয়ে যায়। যার ফলে রক্ত চলাচল করতে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ফলে এই রোগে আক্রান্তদের শরীরে তীব্র ব্যথা, রক্তাল্পতা-সহ নানান জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যেও এই রোগের যথেষ্টই প্রকোপ আছে। বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও কালিম্পং জেলায় আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগের প্রবণতা তুলনামূলক বেশি। ফলে দ্রুত এই রোগকে শনাক্ত করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছেন রাজ্যের চিকিৎসক মহল। এবার এনআরএসে নতুন কেন্দ্র ও উন্নত পরীক্ষা করার যন্ত্র চালু হওয়ায় রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে রক্তরোগ ও ব্লাড ক্যানসারের চিকিৎসাতেও এই কেন্দ্র নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলেই আশা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের।



শোভাবাজার পল্লিবৃন্দের জগদ্ধাত্রী পুজো। ছবি: অদিতি সাহা

পঞ্চাশটা দেশে ছটপুজো ছড়িয়ে পড়েছে: অর্জুন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার সকালে লঞ্চে চেপে জলপথে ভাটপাড়া, জগদ্দল এবং শ্যামনগরের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে পবিত্র ছটপুজোর আয়োজন পরিদর্শন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি গঙ্গাবক্ষে ছটব্রতীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, ৩৬ ঘণ্টা নির্জলা উপবাসের পর এদিন উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করে ব্রতীরা উপবাস ভঙ্গ করেন। মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চাশটা দেশে ছটপুজো ছড়িয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছটপুজোর জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করেছেন। মন্ত্রীর দাবি, সরকার পরিবর্তনে ছটপুজোর জৌলুস অনেক বেড়েছে। এবারে বাংলায় আগের তুলনায় ২৫ শতাংশের বেশি মানুষ এই পুজোয় অংশ নিয়েছেন। বিগত সরকারকে আক্রমণ করে মন্ত্রী বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে ছট পুজোর নামে টাকা লুঠ হত। এমনকী সনাতনীদের পুজোতে বিগত সরকার সহযোগিতা করত না। এদিন ছটপুজোর বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শনে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং, ভাটপাড়ার বিধায়ক প্রতিনিধি রীতেশ কুমার সিং, নৈহাটি-২ মণ্ডলের সহ-সভাপতি সৌমদীপ মোদক-সহ ভাটপাড়া পুরসভার আধিকারিকরা।

কুণাল ঘোষের আদালত অবমাননা মামলায় হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালত অবমাননার মামলায় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে মামলার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষদের নোটিস পাঠানোর নির্দেশও দেয় শীর্ষ আদালত। ফলে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কুণালের দায়ের করা আবেদনে আপাতত স্বস্তি পেলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক। কলকাতা হাইকোর্টের তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ আদালত অবমাননার অভিযোগে কুণালকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। সেই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। সোমবার তাঁর হয়ে আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী ও শাশ্ব নন্দী শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন। দু’পক্ষের বক্তব্য শোনার পর হাইকোর্টের নির্দেশের কার্যকারিতায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতিদের বেঞ্চ। কুণালের আইনজীবীর পক্ষ থেকে এই খবর জানানো হয়। এদিন আদালতের নির্দেশের পর সমাজমাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়াও জানান কুণাল। তিনি বলেন, যে বা যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে মামলা সাজিয়েছিলেন, তাঁরা আজ একটু দুঃখ পাবেন। একই সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতিদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি লেখেন, আমি আদালত মানি। বিশেষ বেঞ্চের তিন বিচারপতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁদের রায়ে আমি ন্যায়বিচার পাইনি মনে করি। তাই সুপ্রিম কোর্টে গেছিলাম। আইনি লড়াই চলবে। যদিও এই মামলার সূত্রপাত হয় ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে। কলকাতা হাইকোর্টে উচ্চ প্রাথমিকে অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর আদালত তার স্থগিতাদেশ বহাল করে। রাজ্যের তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানালে বিচারপতি বসু জানান, রাজ্যকে লিখিতভাবে সেই আবেদন জমা দিতে হবে। এর পরেই নিয়োগের দাবিতে হাইকোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। আদালতের বিচারপতির ভূমিকা নিয়েও স্লোগান ওঠে। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিচারপতির যোগসাজশের অভিযোগও তোলা হয় বলে অভিযোগ। কয়েকজন বিক্ষোভকারী বিচারপতির ছবি রাস্তায় ফেলে দেন বলেও সূত্রের খবর। এরপরই হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও জমায়েত কর হয়েছিল। যদিও এই ঘটনার পর বিচারপতি এবং আদালতের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন কুণাল ঘোষ। কয়েকজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও তোলেন তিনি। এই বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার মামলা শুরু করেন। এরপরই গঠন করা হয় তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ। সেই বেঞ্চই পরবর্তী সময়ে কুণালকে দোষী সাব্যস্ত করে জরিমানার নির্দেশ দেয়। তবে শীর্ষ আদালতের দেওয়া সাময়িক স্থগিতাদেশের জন্য খানিকটা স্বস্তি পেলেন বেলাঘাটার বিধায়ক। তবে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। শীর্ষ আদালতে আইনি লড়াই কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছে রাজনৈতিক ও আইনজীবী মহল।

ত্রুটি সংশোধন করে খুলছে শহরের খাবারের দোকান, ব্যবসা শুরুর অনুমতি পেল ৪৮টি প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাদ্য সুরক্ষার নিয়ম-বিধি যথাযথ পালন না করার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কলকাতার ৭০টি হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকান। দুর্গাপুজোর আগে থেকেই রাজ্যজুড়ে খাদ্য দপ্তর বিশেষ অভিযান চালায়। আর সেই অভিযানের পরেই এই খাবারের দোকানগুলিকে বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। এবার প্রশাসন নির্দেশিত নিয়ম-বিধি সহ নিজেদের পরিকাঠামো ও পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি সংশোধন করে পুরসভা থেকে ফের দোকান খোলার ছাড়পত্র পেল কলকাতার ৪৮টি প্রতিষ্ঠান। এরফলে ওই দোকানগুলির সামনে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের ব্যবসা শুরু করার সুযোগ তৈরি হল। শহরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দুর্গাপুজোর আগে থেকেই খাবারের দোকানগুলিতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছিল কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি বিভাগ। সেই অভিযানে খাবারের গুণমান, রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের পদ্ধতি নিয়ে একাধিক অনিয়ম সামনে আসে। এরপর ৭০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে ৪২টির ফুড লাইসেন্স এবং ২৮টির ফুড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। তবে দোকান বন্ধ করেই দায়িত্ব শেষ করেনি পুরসভা। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে রান্নাঘর ও খাবার সংরক্ষণের ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনলে তাঁদের দোকান খোলার আবেদন খতিয়ে দেখা হবে। সেই মতো ত্রুটি সংশোধনের পর দোকান মালিকরা নতুন করে পুরসভার কাছে আবেদন জানান। এরপর পুরসভার ফুড সেফটি আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে পরিস্থিতি পরীক্ষা করেন। এই বিশেষ পরিদর্শনের সময় সংস্থাগুলির রান্নার জায়গার পরিচ্ছন্নতা, কাঁচামাল রাখার ব্যবস্থা এবং খাবার তৈরির সামগ্রিক পরিবেশ সব আধিকারিকরা খতিয়ে দেখেন। নির্ধারিত নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার পরই ব্যবসা চালুর অনুমতি দেওয়া হল।

এই বিষয়ে কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে, ফুড লাইসেন্স স্থগিত হওয়া ৪২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১টি এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট স্থগিত হওয়া ২৮টির মধ্যে ১৭টি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে। সব মিলিয়ে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানকে ফের ব্যবসা শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাকি বন্ধ থাকার প্রতিষ্ঠানগুলির আবেদনও খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। এই বিষয়ে পুর প্রশাসনের বক্তব্য, খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে কোনওরকম আপস করা হবে না। একই সঙ্গে নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহযোগিতা করা হবে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করেই শহরের দোকানগুলিকে ব্যবসা চালানোর সুযোগ দিতে চাইছে কলকাতা পুরসভা।

জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙার কাজে স্থগিতাদেশ ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়াল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙার কাজ আপাতত বন্ধই থাকছে। কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার জানিয়ে দিল, আপাতত বাড়ি ভাঙার উপর জারি থাকা স্থগিতাদেশের মেয়াদ আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে। এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ একই সঙ্গে রাজ্য সরকার এবং জাহাঙ্গির খান, দু’পক্ষকেই বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়া নিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। বাড়ি ভাঙার আগে সংশ্লিষ্ট জায়গায় নোটিস দেওয়ার সময় ভিডিও রেকর্ডিং করার নিয়ম আছে। তবে জাহাঙ্গিরের বাড়ির ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে আদালতে। গত ১৩ নভেম্বরের শুনানিতে রাজ্যকে নোটিস দেওয়ার ভিডিও আদালতে জমা দিতে বলেন বিচারপতি। কিন্তু সোমবার সেই ভিডিওর পরিবর্তে কয়েকটি ছবি পেশ করে প্রশাসন। যদিও সেই জমা পড়া ছবিগুলি দেখে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। এইক্ষেত্রে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ছবিতে বাড়িটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। সেখানে শুধু একটি কোলাপসিবল গেটের ছবি দেখা যাচ্ছে। ওই ছবি থেকে নোটিসটি ঠিক কোন বাড়িতে দেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তাই নোটিস দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে আরও ব্যাখ্যা চায় আদালত। এদিনের নির্দেশে রাজ্য ও জাহাঙ্গির, উভয় পক্ষকেই হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ততদিন পর্যন্ত বাড়ি ভাঙার কোনও কাজ করা যাবে না। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার শ্রীরামপুরে জাহাঙ্গিরের বাড়ি নির্মাণে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। নিয়ম অনুযায়ী, দোতলা বেশি উঁচু বাড়ি তৈরি করতে জেলা পরিষদের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই নির্মাণে সেই অনুমোদন ছিল কি না, এই অভিযোগ ওঠার পর তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে জেলা প্রশাসন। এরপরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। যদিও বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার অনুমতিও দেয় আদালত। এরপর গত ১১ নভেম্বর, ভাইফোঁটার দিন প্রশাসন বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করে। প্রথমে বাড়ির ভিতরে থাকা আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী সরানো হয়।

তারপর শুরু হয় ভাঙার কাজ। কিন্তু জাহাঙ্গিরের অভিযোগ, তিনি জেলে থাকাকালীন তাঁকে কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। তাঁর পরিবারের কাছেও যথাযথভাবে নোটিস পৌঁছয়নি। এই অভিযোগ নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। এখন হাইকোর্টের নজর মূলত নোটিস দেওয়ার পদ্ধতি এবং তার প্রমাণের উপর। সোমবারে প্রশাসন যে ছবি জমা দেয়, তাতে বাড়ির পরিচয় স্পষ্ট না হওয়ায় আপাতত ভাঙার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ বহাল রাখল আদালত।

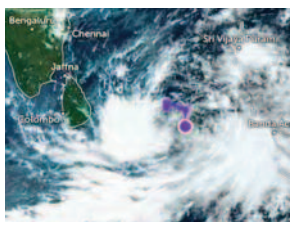
ডিজে মামলায় ফের হাইকোর্টে অভিষেক

রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি, শুক্রে শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিজে মামলায় নিজের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ আরও বাড়াতে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে তাঁর আইনজীবী নতুন করে সুরক্ষার আবেদন জানান। তবে আগের রক্ষাকবচের মেয়াদ ৬ নভেম্বর শেষ হয়ে গেলেও তার আগে আদালতের নজরে বিষয়টি আনা হয়নি কেন, সেই প্রশ্নে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। শেষ পর্যন্ত আগামী শুক্রবার মামলাটির শুনানি হবে বলে জানান তিনি। এর আগে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর সোমবার আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখনই বিচারপতি জানতে চান, রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আদালতকে বিষয়টি জানানো হয়নি কেন। তাঁর প্রশ্ন, ইতিমধ্যে রক্ষাকবচের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আগেই কেন আদালতকে ওয়াকিবহাল করানো হয়নি? আদালতের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেকের আইনজীবী জানান, একাধিক মামলার শুনানি ও অন্যান্য আইনি ব্যস্ততার কারণে এই মামলাটির দিকে নির্দিষ্ট সময়ে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত বলেও আদালতকে জানান তিনি। কিন্তু তাতে প্রথমে সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি। তিনি বলেন, তা হলে মামলার শুনানি ডিসেম্বর মাসে, এমনকী আগামী বছরের জানুয়ারিতেও করা যেতে পারে। পরে আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে আগামী শুক্রবার শুনানি করার আশ্বাস দেন বিচারপতি। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর গত ১৫ মে বিধাননগর সাইবার থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তাঁর বক্তব্য যথেষ্টই উস্কানিমূলক ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই মামলাতেই অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। পাশাপাশি তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচও আদালত দিয়েছিল। ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে যে কান ঝালাপালা করে দেব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। এই বক্তব্য ঘিরেই এই ডিজে মামলা দায়ের হয়। তবে এর আগে আদালতের নির্দেশে বিধাননগর আদালতে হাজির হয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেন অভিষেক। তবে মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সুরক্ষার মেয়াদ আর বাড়বে কি না, তা নিয়ে এখন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পরবর্তী শুনানি হওয়ার পরেই জানা যাবে।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের হালকা আমেজের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’। এর প্রভাবে রাজ্যের আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এই গভীর নিম্নচাপটি নিজের শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে। এই বিষয়ে আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, এর অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে হলেও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলিতেও এর প্রভাব পড়বে। বুধবার, ১৮ নভেম্বর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। মঙ্গলবার আরও শক্তি সঞ্চয় করে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নেওয়ার আশঙ্কা করছে হাওয়া অফিস।



পরবর্তী দু’দিনে সেটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে পৌঁছতে পারে। তবে উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার থাকতে পারে। এছাড়াও দমকা হাওয়া গতি ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। তাই সমুদ্রের উপর দীর্ঘ সময় থাকার কারণে ঘূর্ণিঝড়টির শক্তি আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। ইতিমধ্যেই নিম্নচাপের প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় বুধবারের আগে বিশেষ সতর্কতা না থাকলেও ওই দিন থেকেই দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। ১৮ ও ১৯ নভেম্বর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। এই জেলাগুলির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে। ওই দুই জেলায় ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার পরিস্থিতি বজায় থাকার আশঙ্কা থাকছে। তবে উত্তরবঙ্গে এই ঘূর্ণিঝড়ের বিশেষ প্রভাব পড়বে না বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সেখানে আবহাওয়া মূলত শুকনো থাকবে বলেই তাঁরা জানিয়েছেন। এদিকে, সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের তুলনায় তা ১.৯ ডিগ্রি বেশি।



সম্পাদকীয়

স্কুলশিক্ষকদের নয়া বদলি নীতিতে ফিরবে ভারসাম্য

রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের বদলি প্রক্রিয়ায় বড়সড় রদবদল আনতে চলেছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। তবে এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে সরকারি তরফে কোনও ঘোষণা হয়নি। ফলে গোটা প্রক্রিয়াটি ঠিক কবে থেকে ও কীভাবে প্রয়োগ করা হবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। বদলি নীতিতে সরকার যে কারণে পরিবর্তন করতে চাইছে সেটা একদম স্পষ্ট করে দিয়েছে প্রশাসন। তাহল, ভারসাম্য রক্ষা করা। অর্থাৎ, স্কুলগুলিতে যেন শিক্ষকের সংখ্যায় একটা ভারসাম্য থাকে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটাই সবচেয়ে বড় রোগ। পূর্বতন সরকারের আমলে একের পর এক সরকার পোষিত স্কুল বন্ধ হয়েছে মূলত এই কারণে, নয় পড়ুয়া নেই, নয়তো শিক্ষক নেই। অথচ রাজ্যে এমন অনেক স্কুল আছে, যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শিক্ষক রয়েছে। অথচ একটা বড় সংখ্যক স্কুল শিক্ষকের অভাবে ভুগছে। এর কারণ, এতদিন বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই স্কুল পছন্দ করতে পারতেন। ফলে যেখানে সত্যিকারের শিক্ষকের প্রয়োজন সেখানে শিক্ষক মিলত না। এর ফল ভুগছিল পড়ুয়ারা। এই অবস্থারই এবার পরিবর্তন করতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। নয়া বদলি নীতিতে ঠিক এই জায়গাটাতেই বদল আনতে চলেছে সরকার। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, তাতে নতুন ব্যবস্থায় বদলিতে শিক্ষকদের পছন্দের কোনও সুযোগ থাকছে না। ফলে যেখানে প্রয়োজন সরকার সেখানে শিক্ষকদের পাঠাতে পারবে। এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে ভারসাম্য আসবে। এটাই এখন সরকারের পাখির চোখ। একই সঙ্গে বদলির ক্ষেত্রে আরও বড় একটি পরিবর্তন করতে চাইছে প্রশাসন। সেটা হল, স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি-র পরিবর্তে এবার থেকে শিক্ষকদের বদলির চূড়ান্ত অনুমোদনের দায়িত্ব সরাসরি নিজের হাতে নিতে চলেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। বদলির ক্ষেত্রে এবার 'সারপ্লাস টিচার' বা অতিরিক্ত শিক্ষক এবং একক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলগুলির তথ্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তবে পুরো বিষয়টি চূড়ান্ত করবার আগে আইনি পরামর্শ নিচ্ছে সরকার। কারণ, এবার আঁটঘাট বেধেই আসরে নামছে প্রশাসন।

শব্দছক ৩১৪

রবি দাস

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
■	৬		৭		■	৮	■
৯		■		■	১০		
	■	১১		১২	■		■
■	১৩		■	১৪	১৫		১৬
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			■

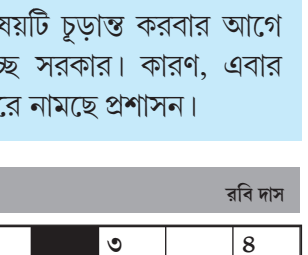
পাশাপাশি: ১. অসামাজিক কাজ ৩. অনুনয় ৫. ছাতা ৬. বাসভূমি ৯. ঘ্রাণ ১০. চুল্লী ১১. পরিচয়ের কথাবার্তা ১৩. পথ ১৪. লাজুক রমণী ১৮. ক্রোধ ১৯. দরদ-এর উদ্রেককারী ২০. দৃষ্টি

ওপর-নিচ: ১. ভাত ২. রাজা ৩. বন্দু ৪. তেতো ৫. কপট ৬. অবরুদ্ধ ৭. সঙ্গীতের এক বাদ্যযন্ত্র ৮. উপলব্ধি ৯. অহঙ্কার ১১. আহার ও আহার সংক্রান্ত ১২. প্রবাল ১৫. জলে জন্মেছে যা ১৩. তটভূমি ১৭. হত্যা

সমাধান ৩১৩ — পাশাপাশি: ১. বিরোচন ৩. পাপ ৬. অজ্ঞ ৬. ক্রম ৮. খোস ১০. নক্ষত্র ১২. রতিকান্ত ১৪. মোর ১৫. বসু ১৬. বহনদী ১৮. সরল ১৯. কান ২০. ভর ২১. নাক ২৩. তাস ১৪. বনস্পতি

ওপর-নিচ: ১. বিজ্ঞ ২. নক্র ৪. পবিত্র ৫. অপার ৭. মনমোহন ৮. খোকাসুলভ ৯. সন্ত ১১. ক্ষরণ ১৩. তিবর ১৬. বকা ১৭. দীপক ১৮. সবিতা ২১. রব ২২. নাতি

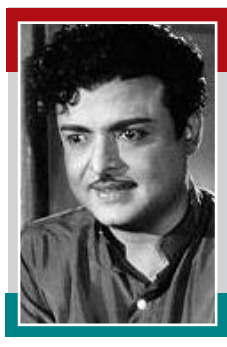
আজকের দিন



■ **১৯৭০** — বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

■ **১৯৯৯** — ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

জন্মদিন



১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জেমিনি গণেশনের জন্মদিন।*

১৯৭৩ *বিশিষ্ট ফুটবলার দুলাল বিশ্বাসের জন্মদিন।*

১৯৮২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইউসুফ পাঠানের জন্মদিন।*

জেমিনি গণেশন

নিহতের পরিজন কহে যখন এনকাউন্টার সঙ্গত, তখন?

সুবীর পাল



বিরোধীরা যখন এনকাউন্টার প্রসঙ্গে গেল গেল রব তুলছেন তখন সিংহভাগ রাজ্যবাসী একই ইস্যুতে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন রাজ্য সরকারকে। তাঁদের সাফ বক্তব্য, 'বিরোধীদের মন্তব্য শুনলে তাঁদের প্রতি করুণা হয়। এঁরা বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছেন নির্লজ্জের মতো। রাজ্যবাসীর নার্ভ উনারা বুঝতে পারেন না বলেই এখন এঁরা রাজনৈতিক ভাবে এখন দেউলিয়া। ধর্ষক থেকে খুনিদের কোনও রেয়াত নয়। আপদগুলোকে এনকাউন্টারে নিকেশ করে একটা সাবধানতার বার্তা তো দেওয়া গেছে সমাজে।' শুধু বৃহৎ অংশের রাজ্যবাসী নন। এনকাউন্টারে খতম হওয়া অভিযুক্তের পরিজনেরাও পুলিশি নয়া ভূমিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বারুইপুরের অভিযুক্তের মা বলেছেন, 'ও অপকর্ম করেছে তাই তার ফল পেয়েছে। আমি ওর মৃতদেহ নিতে যাব না। ওর মৃত্যুতেই আমার শান্তি।' একইসঙ্গে তার স্ত্রীর মন্তব্য, 'ও ওইরকমই মানুষ। স্বামী বহু নোংরামি করে বেড়াত। ধর্ষণ করার মতোই তার মানসিকতা। পুলিশের গুলিতে মরেছে, এতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই।' রায়গঞ্জে নিহতের মাও বলেছেন, 'পুলিশ ঠিক কাজ করেছে। পুলিশ বুদ্ধিমানের মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন। ওর এরকম শাস্তিই প্রাপ্য। এরকম ছেলে আমার পছন্দের নয়।'

এ যেন পাঁচে পঞ্চবান। সবটাই দুই পক্ষের মুখোমুখি গুলির লড়াই। অবশেষে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে শ্যুটআউট আর অভিযুক্ত নিকেশ। এবারেরটা আবার আইটেম নাম্বার পাঁচ। এ যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে এটাই হলো ধর্ষণ, হত্যা ও পুলিশ আক্রমনের বদলার বাংলায় হাড় হিম করা এনকাউন্টার কিসসা।

এ আবার কেমন কেমন যেন ব্যাপারটা। আসলে কমবেশি চারমাসের সময়কালে আমাদের রাজ্যে ঘটে গিয়েছে পাঁচটা নিখুঁত পুলিশি এনকাউন্টারের বলি। নিহতের সব কজনই আবার সরাসরি ধর্ষণে, খুনে বা পুলিশকে আক্রমণে অভিযুক্ত।

গত ১৩ নভেম্বর পুলিল কর্মীকে গুলি করার অভিযোগে রতন শেখকে ঠিক দুই দিন পর পূর্ব বর্ধমান জেলার নবাবহাট অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিক ভাবে অভিযুক্ত তার অপরাধের কথা কবুল করে জানায় যে সে তার বন্দুক কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। সেইমতো ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় অভিযুক্ত নিয়ে বীরভূম জেলার নানুরের ওই ইটভাটায় সেই বন্দুকটির খোঁজে যায় পুলিশ। আচমকা রতন সেখানে পুলিশকে তাক করে গুলি চালায়। বাধ্য হয়ে পুলিশও পাল্টা ফায়ারিং করে। পরিণতি একটাই, পুলিশের গুলিতে রতন খতম। রাজ্যে ঘটে যাওয়া এই পঞ্চম এনকাউন্টারের অনেক আগে থেকেই বাংলার পুলিশ মন্ত্রী কিন্তু বারেবারেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, পুলিশকে আক্রমণ করলে রেয়াত করা হবে না। তাই কি রতন শেখ হিরো থেকে জিরো হয়ে গেল কার্তিক মাসের সান্ধ্য এনকাউন্টারে?

ভোরের আলো ফোটার আগেই উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কুলিক নদীর বাঁধ এক ঐতিহাসিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল। কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার ভোরে পুলিশের গুলিতে নিহত হলো ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়। এটিই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ঘটে যাওয়া চতুর্থ 'এনকাউন্টার'। বারুইপুরের জঙ্গল থেকে শুরু করে গাইঘাটা, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ এবং সবশেষে রায়গঞ্জ ; অভিযুক্ত খতমের প্যাটার্নটা প্রায় একই রকমের ঘনঘটার সূত্রে বাঁধা। পুলিশ প্রশাসনের দাবি, অপরাধের পুনর্নির্মাণ কিংবা তল্লাশির সময় অভিযুক্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে অথবা অস্ত্র কেড়ে পালানোর চেষ্টা করেছে। আত্মরক্ষার্থেই পুলিশকে বাধ্য হয়ে পাল্টা গুলি চালাতে হয়েছে। তারিখটা ৯ নভেম্বর ২০২৬। ঘড়ির কাঁটা তখন ভোররাত আনুমানিক ৩.৩০টা থেকে ৪ টা ছুঁই ছুঁই। এলাকাটি হলো বাংলা - বিহার সীমান্ত সংলগ্ন পাড়ারপুকুর এলাকায় কুলিক নদীর বাঁধ। যেটি রাজ্যের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। থানা রায়গঞ্জ থানা। আর নিহত অভিযুক্তের নাম দিলীপ রায় (৪৬)। কুলিক নদীর বাঁধের উপর দিয়ে শার্ট ও ধুতি পরিহিত এক ব্যক্তি সামনের দিকে হনহন করে হেঁটে আসছেন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তিকে দাঁড়াতে বলা হলে আচমকা সে হাতে থাকা ৯এমএম পিস্তল থেকে পুলিশের দিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। আত্মরক্ষায় পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। তাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওই ব্যক্তি। মৃতের কপালের পাশে, মুখে, পেটে মোট ৪টি গুলি লেগেছে।

মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি দিঘায় বলেন, 'দু-তিনটি ক্ষেত্রে পুলিশকে পুরোপুরি ছাড় দেওয়া আছে। সে জন্য সুপিরিয়রের অনুমতিও নিতে হবে না। ধর্ষক, খুনি, নেশাজাত দ্রব্য পাচারকারী এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্রে একদম জিরো টলারেন্স নীতি এরাজ্যে চালু হয়েছে।' এনকাউন্টার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ফের বলেছেন, 'পুলিশকে মারতে এলে পুলিশ কি রসগোল্লা খাওয়াবে? পকেটে পিস্তল রেখে দেওয়াই কি পুলিশের কাজ? পুলিশের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আইন মেনেই পুলিশের কাজ পুলিশ করেছে।'

নানুর ও রায়গঞ্জের ঘটনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বুকে আরও তিনটি চাঞ্চল্যকর এনকাউন্টার রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর। কয়েক দিন আগে এক স্কুলছাত্রীকে পাশবিক নির্যাতন ও হত্যার পর অভিযুক্ত বছর চল্লিশের প্রভাস মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর অপরাধের ঘটনাস্থল চিহ্নিত করতে এবং অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাকে গত ৮ জুলাই রাতে ওই জঙ্গলে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু হঠাৎই সে এক পুলিশকর্মীর বন্দুক কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রভাস। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ধর্ষণ সম্পর্কিত এমন পুলিশি এনকাউন্টারে কোনও অভিযুক্তের মৃত্যু এই প্রথম।

এমনতর দ্বিতীয় এনকাউন্টার ঘটে গত ২৭ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায়। ইছামতী নদীর পাড় ঘেঁষা এক সীমান্ত জনপদে ঘটেছিল দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি। বছর কুড়ির এক তরুণীকে ভয় দেখিয়ে এবং ব্ল্যাকমেইল করে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করার অভিযোগ ছিল স্থানীয় এক যুবক প্রহ্লাদ দাসের (২০) বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়।

ঘটনার রাতে অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিশ যখন প্রমাণের সন্ধানে বের হয়, তখন নাটকীয় মোড় নেয় পরিস্থিতি। পুলিশ ভ্যান থেকে নামার পরই সে আকস্মিক পুলিশের বন্দুক কেড়ে দৌড় দেয় এবং পাশের একটি পরিত্যক্ত ইটের ভাটার দিকে পালানোর চেষ্টা করে। অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ বাধ্য হয়ে পাল্টা গুলি ছোড়ে। সেখানেই চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে যায় প্রহ্লাদ।

এনকাউন্টারের তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত গঙ্গা তীরবর্তী একটি দুর্গম বালুচরে। একই দিনে গাইঘাটা এপিসোডের ঘন্টা খানেকের মধ্যে এবার খতম হয় সামাউন শেখ। এলাকার বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে মেরে শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল সামাউনের বিরুদ্ধে। হত্যার ঘটনার ড্যামি পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে গেলে অভিযুক্ত একই পদ্ধতিতে পুলিশকে আক্রমণ করতে যায়। পুলিশও নিরুপায় হয়ে তাকে গুলিবিদ্ধ করে পরপারে পাঠিয়ে দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু বরাবরই যে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে 'ধর তক্তা মার পেড়েক' মার্কা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট নীতি মেনে চলায় বিশ্বাসী তা কিন্তু বারেবারে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যখন তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখন বিগত বিধানসভার প্রচারে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'ক্ষমতায় এলে সকালে জমা নেব। বিকেলে খরচ করে দেব। ধর্ষণ নামক শব্দটা বাংলা থেকে মুছে দেব আমরা।' রাজ্য প্রশাসনের প্রধান হিসেবে তাঁর শপথ নেওয়ার পর্ব ছয় মাস কাটতে না কাটতেই রাজ্যে এ হেন জমা খরচের বাস্তবতা যে কতখানি সত্যনিষ্ঠ তা এতদিনে পশ্চিমবঙ্গবাসী বুঝে গেছেন। তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে পুনরায় ধর্ষণ মনস্কদের উদ্দেশ্যে রাফ এণ্ড টাফ মোডে হুঁশিয়ারী দিতে প্রকাশ্য সভা থেকে সম্প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন, 'কন্যাদের বোনেদের গায়ে হাত তুললে কি হয় দেখছেন তো? দেখেছেন তো? আগের মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, ছোট ঘটনা, লাভ অ্যাফেয়ার্স, মেয়েটাতো গর্ভবতী ছিল। এখনও বলে গেলাম আগের সরকারের আমলে যতগুলো ধর্ষণ খুন হয়েছে, সব মামলা রিওপেন করবো। একটাকেও ছাড়বো না।'

ধর্ষকের এবং খুনীর বিরুদ্ধে যখন মুখ্যমন্ত্রী রণংদেহী মনোভাব পোষণ করে চলেছেন তখন ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছেন বাংলার বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'শুভেন্দু অধিকারী পুলিশমন্ত্রী হওয়ার পর রাজ্যের পুলিশ এতো দুর্বল হয়ে পড়েছে যে একজন অভিযুক্ত ছয়জন পুলিশকর্মীকে আক্রমণ করছে পুলিশের বন্দুক কেড়ে। তারপর পুলিশ গুলি করে মারছে অভিযুক্তকে। রাজ্যে তো আইনের শাসন বরবাদ হয়ে গেল।' কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অধীর চৌধুরির এই ইস্যুতে মন্তব্য, 'রাজ্যে পরপর রেগুলার ইন্টারভেলে এনকাউন্টার হচ্ছে এটা আইনের চোখে যথেষ্ট বিপজ্জনক। পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিলে তো পুলিশের অদক্ষতা প্রমাণিত হয়।' তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গে অপসংস্কৃতি তৈরি হয়েছে এনকাউন্টারের হাত ধরে। এটা হলো মধ্যযুগীয় বর্বরতা। এনকাউন্টার হলো মানবিকতা বিরোধী এবং আইন ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করা।' তৃণমূলের অপর প্রবীণ নেতা সৌগত রায় চড়া সুর ব্যক্ত করেন, 'কেউ অপরাধ করলে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হোক। কিন্তু অভিযুক্তদের পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। রাজ্যে বিচার কোথায় গেল? বাংলায় মানবাধিকার কোথায় গেল?'

বিরোধীরা যখন এনকাউন্টার প্রসঙ্গে গেল গেল রব তুলছেন তখন সিংহভাগ রাজ্যবাসী একই ইস্যুতে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন রাজ্য সরকারকে। তাঁদের সাফ বক্তব্য, 'বিরোধীদের মন্তব্য শুনলে তাঁদের প্রতি করুণা হয়। এঁরা বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছেন নির্লজ্জের মতো। রাজ্যবাসীর নার্ভ উনারা বুঝতে পারেন না বলেই এখন এঁরা রাজনৈতিক ভাবে এখন দেউলিয়া। ধর্ষক থেকে খুনিদের কোনও রেয়াত নয়। আপদগুলোকে এনকাউন্টারে নিকেশ করে একটা সাবধানতার বার্তা তো দেওয়া গেছে সমাজে।'

শুধু বৃহৎ অংশের রাজ্যবাসী নন। এনকাউন্টারে খতম হওয়া অভিযুক্তের পরিজনেরাও পুলিশি নয়া ভূমিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বারুইপুরের অভিযুক্তের মা বলেছেন, 'ও অপকর্ম করেছে তাই তার ফল পেয়েছে। আমি ওর মৃতদেহ নিতে যাব না। ওর মৃত্যুতেই আমার শান্তি।' একইসঙ্গে তার স্ত্রীর মন্তব্য, 'ও ওইরকমই মানুষ। স্বামী বহু নোংরামি করে বেড়াত। ধর্ষণ করার মতোই তার মানসিকতা। পুলিশের গুলিতে মরেছে, এতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই।' রায়গঞ্জে নিহতের মাও বলেছেন, 'পুলিশ ঠিক কাজ করেছে। পুলিশ বুদ্ধিমানের মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন। ওর এরকম শাস্তিই প্রাপ্য। এরকম ছেলে আমার পছন্দের নয়।'

ধর্ষণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। সে দেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে একক কোনও ধর্ষণের মামলায় সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে রায় প্রদানের নজির গড়েছিল কুষ্টিয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। ২০২০ সালের ১৭ নভেম্বর মাত্র ৩টি কার্যদিবসের শুনানি ও বিচার প্রক্রিয়া শেষে আদালতের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মুন্সী মহম্মদ মশিয়ার রহমান আসামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের রায় ঘোষণা করেন।

অথচ আমাদের দেশের মহানগরী কলকাতায় অবস্থিত আরজিকর হাসপাতালে ৯ আগস্ট ২০২৪ রাতে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষিত হলেন খুন হলেন যুবতী চিকিৎসক অভয়া। এরপর কলকাতার নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট ও দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মামলা উঠলো নানা সময়ে। সুপ্রিম কোর্ট সুয়োমোটো মামলা রুজু করলো স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে। কিন্তু অন্যতম অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ এতকিছুর পরেও কখনও কর্মস্থলে রাতারাতি প্রাইজ পোস্টিং পেয়েছেন তো আবার কখনও সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পাচ্ছেন। সিবিআই তদন্ত করছে তো করছেই কেমন যেন সেটিং সেটিং বডি ল্যাঙ্গুয়েজে। আর আদালতগুলোতে তো তারিখ পে তারিখ চলছে তো চলছেই। আর দুই বছর পেড়িয়ে গেলেও আদালতের বিভিন্ন কক্ষে নির্যাতিতার মা বাবা আজও হাহাকার করে চলেছেন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', এই বলে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো বিগত বেশ কয়েকটি দশকের মধ্যে এই অভয়া কাণ্ড সারা দেশ সহ সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশি তোলপাড় হয়েছিল। তথাপি এটাই আক্ষেপের, আমাদের দেশের বিচার কাঠামোর নীতিসর্বস্ব এজলাসে আজও অভয়া কেস বাস্তবে নিষ্পত্তির মুখটি দেখতে পেল না।

প্রশ্নটা তো স্বাভাবিক ভাবে উঠতেই পারে, ধর্ষণের মতো আদিম বর্বরোচিত অপরাধের বিচার ক্ষেত্রে আমাদের সীমান্ত ঘেষা ছোট্ট রাষ্ট্র বাংলাদেশ যা দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে তা ভারতের মতো প্রায় আশি বছরের স্বাধীনতা প্রাপ্ত 'মেক ইন ইন্ডিয়া' পারে না কেন? কেন অভয়া আজও বিচার পেলেন না? উত্তরটা দেবে কে? উত্তর দেওয়ার দায়টা কার?

আসলে এমন হাজারো হাজারো নিরুত্তরের মুখে ছাই ঘষে দিয়ে ভারতে প্রথম বিকল্প উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছিল ২০১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর। হায়দরাবাদে পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছিল মহম্মদ আরিফ, জোল্লু নবীন, জোল্লু শিবা এবং চিন্তাকুন্তা চেন্নাকেশাভুলু'র। এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় তরুণী পশুচিকিৎসকে ধর্ষণ ও হত্যা করার দায়ে অভিযুক্ত ছিল। ধর্ষণে এনকাউন্টার, সেই হায়দরাবাদী ট্র্যাডিশন উত্তরপ্রদেশ ছুঁয়ে আসাম ঢুকে আজ কিনা বাংলায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রায়গঞ্জে সংক্রামিত হয়েছে।

সেক্ষেত্রে, সেই আদি কালের বস্তাপচা শম্বুক গতির ললিপপ সম বিচার ব্যবস্থার প্রতি প্রশাসনের ও পুলিশের অলিখিত অনাস্থাই কি তবে বিকল্প এনকাউন্টারে আস্থা?

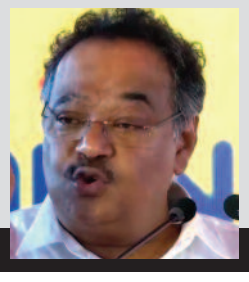
আমাদের দেশের অভয়ার মতো অনেক অনেক বিচার না পাওয়া ধর্ষিতারা আজও কিন্তু এই জবাবটা সঙ্গত কারণেই আশা করছেন! তাই তো বিচার ব্যবস্থার মহামহিম হুজুরেরা?

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সাতে-পাঁচে থাকে না মানেই সে নির্ভেজাল মানুষ নয়। দ্বন্দ্বময় জীবনে হয় সে আত্মগোপন করে, নয় সমঝোতা। যত একা, তত দ্বন্দ্ব, ততই তীব্র সংঘাত।

কৌটা-আনকৌটা



প্রত্যেকের মনে রাখা দরকার, মানুষের ভোটে আমরা জিতেছি। মানুষই শেষ কথা। আমাদের মধ্যে বিচ্যুতি এলে মানুষ দেখবে। সবাই সংযত থাকুন, নমনীয় হোন। মানুষের কাছে যান। থানায় বেশি যাওয়ার দরকার নেই। গোটা সমাজটা এখনও অপরাধীদের সমাজ হয়ে যায়নি।

শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সভাপতি, বিজেপি

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চাঁদা না-দেওয়ায় ভেড়িতে আগুন !

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মাত্র ১০০টাকা কালীপুজোর চাঁদা না-দেওয়ায় এক মৎস্যচাষির মাছের ভেড়ির আলাঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত আলাঘর। পুড়ে নষ্ট মাছের খাবার, মাছ ধরার জাল-সহ ভেড়িতে ব্যবহৃত একাধিক সামগ্রী। চাঁদার নামে তোলাবাজির অভিযোগে এবার অস্বস্তিতে বিজেপি। শুধু আলাঘরের মালিকেরই অভিযোগ নয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন খোদ দলের বিধায়ক রেখা পাত্রও।

ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার ভবানীপুর ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেদেমারি এলাকার। অভিযোগ, রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্থানীয় মৎস্যচাষি অরুণ নায়েকের মাছের ভেড়ির আলাঘরে আগুন



ধরিয়ে দেওয়া হয়। অরুণের অভিযোগ, কালীপুজোর চাঁদা বাবদ ১০০ টাকা না-দেওয়ায় তাঁর বাড়িতে এসে গালিগালাজ করেন বিজেপি কর্মী ভবতোষ রায়, লিটন ভুঁইয়া ও তাদের দলবল। এরপরই ভেড়িতে গিয়ে আলাঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় রাজনৈতিক অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্রের বক্তব্য। তিনি দাবি করেছেন, অভিযুক্ত ভবতোষ রায় ও লিটন ভুঁইয়া একসময় তৃণমূল করতেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, আবাস যোজনা ও অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ওই দুজন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কাটমানি তুলেছেন। সেই সংক্রান্ত ভিডিও তাঁর কাছে রয়েছে বলেও দাবি করেন বিধায়ক। রেখা পাত্রের আরও বক্তব্য, বিজেপির নাম ভাঙিয়ে যারা তোলাবাজি করছে, তাদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না। বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাবেন তিনি। দল ব্যবস্থা না-নিলে নিজেই থানায় অভিযোগ করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া নিয়ে ঝামেলা, মৃত্যু রোগীর !

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়ায় অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া নিয়ে দরাদরির জেরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা গেল না মুমূর্ষু রোগীকে। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই মৃত্যু হল ৫৭ বছরের বজলুর রহমান কাজির। পরিবারের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়ল সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রশাসনিক নজরদারি এবং অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবস্থাপনা।

মৃত বজলুর রহমান কাজির বাড়ি হাড়োয়া থানার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভয়দা এলাকায়। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে তিনি ভর্তি ছিলেন হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। পরিবারের দাবি, তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। সেই মতো অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার আগে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া নিয়ে শুরু হয় দরাদরি। পরিবারের সদস্যরা ভাড়া কিছুটা কমানোর আবেদন জানালেও তাতে রাজি হননি চালক। ভাড়া নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, এরপরই মৃত্যু হয় বজলুর রহমানের। অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে প্রশাসনের সতর্কবার্তা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে এই ধরনের অভিযোগ কেন উঠছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়া, পরিষেবার স্বচ্ছতা এবং রোগীকে দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কার? হাড়োয়ার এই ঘটনা সেই প্রশ্নই সামনে এনে দিল।

উল্লেখযোগ্য, এখনও পর্যন্ত অ্যাম্বুল্যান্স চালকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি মৃতের পরিবার। তবে পরিবারের সদস্যরা ক্যামেরার সামনে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাড়োয়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

লাগামছাড়া ভিড়ে ষষ্ঠীতেই দর্শন বন্ধ মানকুন্ডুর দুই বড় পুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে কলকাতার চোরবাগানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার জগদ্ধাত্রী পুজোর শুরু থেকেই চরম সতর্ক অবস্থানে প্রশাসন। তারই প্রতিফলন দেখা গেল রবিবার, ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় হুগলির মানকুন্ডুতে। দর্শনার্থীদের বাঁধভাঙা ঢল সামাল দিতে না পেরে এবং যে কোনও অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা এড়াতে রাত ৮টার পরই মানকুন্ডুর দু'টি জনপ্রিয় পুজো মণ্ডপে দর্শন বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

রবিবার সন্ধ্যা নামতেই মানকুন্ডু স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকায় মানুষের ঢল নামতে শুরু করে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জনপ্লাবনের আকার নেয়। বিশেষ করে মানকুন্ডু সার্কাস মাঠের 'অযোধ্যা' থিমের পুজোটি দেখতে উপচে পড়া ভিড় জমে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় পুলিশের নির্দেশে তড়িঘড়ি মণ্ডপের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মণ্ডপটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। একই কারণে পাশের মানকুন্ডু স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মণ্ডপও দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ।

এবার বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে নারাজ পুলিশ-প্রশাসন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেবলমাত্র জননিরাপত্তার স্বার্থেই ষষ্ঠীর রাত থেকে প্রতিমা দর্শন সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখার এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ভিড় আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর, চন্দননগর ও মানকুণ্ডু স্টেশন রোডের যে সব পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় তুলনামূলক বেশি হয়, সেখানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন থাকবে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই চন্দননগরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় দুপুর ২টো থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত নো-এন্ট্রি চালু করা হয়েছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

শান্তনু ঠাকুরকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণের প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণের প্রতিবাদে আগামী বুধবার বনগাঁ এসপি অফিসে ডেপুটেশন দেবে অল ইন্ডিয়া মতুয়া সংঘ। সোমবার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের তরফ থেকে জানানো হয় আগামী ১৮ তারিখ অর্থাৎ বুধবার বনগাঁ এসপি অফিসে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের তরফ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরকে রাজিব গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেছিল। রাজ্যের তথা দেশের বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অবিলম্বে রাজীব গোস্বামীর গ্রেপ্তার ও একাধিক দাবি নিয়ে আগামী বুধবার অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের তরফ থেকে বনগাঁ এসপির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে এমনটাই জানিয়েছেন শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ বালা।

আগুনে ভস্মীভূত রেস্তোরাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ভোরের আগুনে কার্যত ছাই হয়ে গেল গোটা রেস্তোরাঁ। আগুনের গ্রাসে পুড়ে নষ্ট নগদ টাকা-সহ রেস্তোরাঁর সমস্ত সামগ্রী। অগ্নিকাণ্ডের পর রেস্তোরাঁর ভিতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার একের পর এক বিসেফারিত হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনায় কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত, অগ্নিকাণ্ডের সময় রেস্তোরাঁর ভিতরে কেউ না-থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বাসন্তী রোডের ধারে সরবেড়িয়া এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিজানুর মোল্লা নামে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন রেস্তোরাঁয় ভোরবেলা আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা রেস্তোরাঁয়। আগুনের তীব্রতায় ভিতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারগুলি পরপর বিসেফারিত হতে শুরু করে। আগুনে রেস্তোরাঁর আসবাবপত্র, অন্যান্য সামগ্রী এবং নগদ টাকা পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

জঙ্গি লতিফের এনকাউন্টার! বিষ্ণুপুরের আহত জওয়ানের বাড়িতে বিজেপি নেতা-কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: নভেম্বর কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফ জওয়ানদের ক্যাম্পে হামলা চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গিদের ছোড়া গুলিতে আহত হন তিন সিআরপিএফ জওয়ান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শাঁখারি বাজারের বাসিন্দা শান্তনু চন্দ্র। সেই দিন থেকেই আতঙ্কে ছিল পরিবার।

আজ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অপারেশনে লতিফ সহ তার গ্যাংয়ের বেশ কয়েকজন জঙ্গি এনকাউন্টারে খতম হয়। এনকাউন্টারের খবর শুনে খুশি আহত সেনা জওয়ানের পরিবার। এরপরই বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তাপস বোসের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা সেনা জওয়ানের বাড়িতে আসেন। তাঁদের মিষ্টিমুখ করান এবং আতঙ্কে না-থাকার বার্তা দেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিজেপি নেতাকর্মীরা।

রাত ৯টার পর চার চাকায় 'নো এন্ট্রি', পাস-বিতর্কে অবস্থান স্পষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জগদ্ধাত্রী পুজোর আবহে যানবাহনের এন্ট্রি পাসের সময়সীমা নিয়ে চন্দননগরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি অবশেষে দূর করল প্রশাসন। পুলিশের দেওয়া ভেহিক্যাল এন্ট্রি পাসের মেয়াদ রাত ৯টা পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হলেও, পুজো কমিটি ও জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রযোজ্য নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি সুনীলকুমার যাদব।

আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকা এই পাস নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছিল। অনেকেই পুলিশের দেওয়া পাস এবং পুজো কমিটির পাসকে এক করে ফেলছিলেন। রাত ৯টার পর সাধারণ মানুষ বা কর্মজীবীরা কীভাবে যাতায়াত করবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

এ প্রসঙ্গে সিপি সুনীলকুমার যাদব জানান, পুজো কমিটির পাস এবং ইমার্জেন্সি সার্ভিস বা জরুরি পরিষেবার পাস ২৪ ঘণ্টাই সচল থাকবে। রাত ৯টার সময়সীমা মূলত যাঁরা পুজো দেখতে আসছেন, তাঁদের গাড়ির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সিপির কথায়, পাসের ব্যাপক অপব্যবহার রুখতে বাধ্য হয়েই সময়সীমা রাত ৯টা পর্যন্ত করতে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড়ে চার চাকার গাড়ির জেরে দুর্ঘটনা এড়াতেই রাত ৯টার পর শহরে ফোর হুইলার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে দর্শনার্থীরা হেঁটে নির্বিঘ্নে প্রতিমা দর্শন করতে পারবেন। ভিড় সামলাতে ও নজরদারি চালাতে পুলিশকর্মীরাও হেলমেট পরে বাইকে টহলদারি (প্যাট্রলিং) চালাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, চন্দননগরের বাসিন্দারা অনেকেই রাত ৯টার পর কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে চন্দননগর কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির সেক্রেটারি নিমাইচন্দ্র দাস জানান, পুজো কমিটির পাস কেবল সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাতায়াতের জন্য। তবে যাঁরা বাইরে চাকরি করেন এবং রাতে ফেরেন, তাঁদের জন্য প্রমাণপত্র সাপেক্ষে পুলিশের তরফে আগেই বিশেষ পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নো-এন্ট্রি গেটে সেই পাস দেখালেই স্থানীয় বাসিন্দারা যাতায়াত করতে পারবেন। ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশের এই পদক্ষেপে সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

বেহাল অঙ্গনওয়াড়ি, খোলা আকাশে লেখাপড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেহাল এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে যে কোনও সময় ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটারও আশঙ্কা রয়েছে। শুধু তাই নয়, নোংরা, আবর্জনা ও পোকামাকড়ের উৎপাতেও রীতিমতো বন্ধ হয়ে গিয়েছে অঙ্গরবাড়ি কেন্দ্রটি। এই পরিস্থিতিতে এলাকার একদল যুবক ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কচিকাঁচাদের নিয়ে খোলা আকাশে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন। আর এই পরিস্থিতিতে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি জানতে পেরে সহযোগিতা এগিয়ে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিত কুমার ঘোষ। তিনি ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কচিকাঁচাদের জন্য শিক্ষা সামগ্রী হিসেবে স্কুলব্যাগ, বইখাতা , রুল পেন্সিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বাইসা অঙ্গনওয়াড়ি এই কেন্দ্রের এই দুর্দশা ঘিরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যেও চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে। কিন্তু এলাকার একদল শিক্ষিত যুবক এবং সংশ্লিষ্ট থানার আইসির এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

তাঁরা বলেন, অবিলম্বে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। তা হলে খোলা আকাশের নীচে শিশুদের লেখাপড়ার



জন্য বসে থাকতে হবে না। এছাড়াও গর্ভবতী মহিলারাও এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে পুষ্টিকর খাদ্য পাবেন। যদিও এব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি কোনও মন্তব্য করেন ন। সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও দেবাশিস সামন্ত জানিয়েছেন, ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইসা এলাকার স্নাতক পাস যুবক বিপ্লব দাস, মনোজিৎ দাস , রাজকুমার মন্ডলের মতোন পাঁচ থেকে ছ'জন যুবক গত দু' সপ্তাহ ধরে বাইসা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়াদের খোলা আকাশের নীচেই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছে। ওইসব যুবকেরাই শিশু খাদ্য হিসাবে নিজেদের বাড়ি থেকেই কখনও কেক, কলা, পাউরুটি, বিস্কুট, মুড়ি-চানাচুর নিয়ে আসেন কচিকাঁচাদের জন্য। যদিও এগুলো করার কথা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিত কুমার ঘোষ গাড়িতে করে টহলদাড়িতে বেরিয়েছিলেন। তখনই খোলা আকাশের নীচে এভাবে শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়টি দেখতে পেয়েই আগ্রহ সহকারে এগিয়ে আসেন তিনি।

এলাকার যুবক বিপ্লব, মনোজিৎদের বক্তব্য, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। সংস্কারের অভাবে বিষধর সাপ পোকামাকড়ের আস্তানা হয়ে উঠেছে। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রতিদিনই শিশু ও গর্ভবতীদের পুষ্টিকর খাওয়ার দেওয়ার কথা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেটি বন্ধ থাকায় লেখাপড়াতেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল কচিকাঁচাদের। তাই তারা বেকার ঘুরে না-বেরিয়েই ওইসব কচিকাঁচাদের খোলা আকাশের নীচেই পড়ানোর ব্যবস্থা করেন।

বাইসা এলাকার গ্রামবাসী কিষান ওঁরাও, বীরেন মণ্ডলদের বক্তব্য, 'এলাকার একদল যুবক ও পুলিশ কর্তার উদ্যোগকে আমরা প্রশংসা করছি। তবে খুব শীঘ্রই নতুন ভাবে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সংস্কার করে চালু করা হোক।' এদিকে এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। স্থানীয় সিপিএম নেতা জামিল ফেরদৌস বলেন, তৃণমূলের জমানায় এগুলি এভাবেই সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মতিবুর রহমান বলেন, এই অভিযোগ ঠিক নয়। তৃণমূলের সরকারের আমলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। যেটা বাম আমলে হয়নি।

বিজেপির উত্তর মালদার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, বাম ও তৃণমূলের জমানায় কতটা উন্নয়ন হয়েছে সেটা মানুষ দেখতে পাচ্ছে। তবে দ্রুত এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে।

NOTICE

Ref: Arbitration Proceeding JUNE-3-26 of 2026
BLUEBERRY TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
Vs. GANESH TRADERS

To,
Ganesh Traders,
Proprietor, Mr. Malay Ranjan Sethy,
50, Kali Krishna Tagore Street, Kolkata-700007, Email: ganeshtraders034@gmail.com

Whereas arbitration proceedings being June-3-26 of 2026 before the Ld. Sole Arbitrator Mr. Jewel Chanda, Ex-Judge, WBJS has been initiated by Blueberry Trading Company Private Limited having its registered office at C/62, Vibgyor Tower, 9th floor, BKC Bandra (East), Mumbai-400051 against you in respect of the dispute arising out of non-payment of the dues of Rs. 15,94,28,393.50 (Rupees Fifteen Crore Ninety Four Lakh Twenty Eight Thousand Three Hundred Ninety Three and paisa fifty only). And whereas pursuant to the direction of the Ld. Arbitrator you are hereby called upon to appear before the Ld. Sole Arbitrator either personally or through authorised representative on 19.12.2026 at 2 P.M. at 2B, Avenue 2nd Road, Santoshpur, Kolkata-700075 and submit your statement of defence and/or objection, if any. In the event of your failure to appear or participate in the proceeding, the Ld. Arbitrator may proceed further in accordance with law including under Section 25 of the Arbitration and Conciliation Act 1996.

Sd/-
Mr. Jewel Chanda,
Sole Arbitrator, Ex-Judge
Mobile No. 9230230444.

NOTICE

Ref: Arbitration Proceeding JUNE-2-26 of 2026
SEQUENCE PROPERTIES PRIVATE LIMITED Vs. GANESH TRADERS

To,
Ganesh Traders,
Proprietor, Mr. Malay Ranjan Sethy,
50, Kali Krishna Tagore Street, Kolkata-700007, Email: ganeshtraders034@gmail.com

Whereas arbitration proceedings being June-2-26 of 2026 before the Ld. Sole Arbitrator Mr. Jewel Chanda, Ex-Judge, WBJS has been initiated by Sequence Properties Private Limited having its registered office at 77, Shahid Samarak Complex, Near Lalganga Shopping Mall, G.E. Road, Raipur - 492001 against you in respect of the dispute arising out of non-payment of the dues of Rs. 3,02,74,000/- (Rupees Three Crore Two Lakh Seventy Four Thousand Only). And whereas pursuant to the direction of the Ld. Arbitrator you are hereby called upon to appear before the Ld. Sole Arbitrator either personally or through authorised representative on 19.12.2026 at 2 P.M. at 2B, Avenue 2nd Road, Santoshpur, Kolkata-700075 and submit your statement of defence and/or objection, if any. In the event of your failure to appear or participate in the proceeding, the Ld. Arbitrator may proceed further in accordance with law including under Section 25 of the Arbitration and Conciliation Act 1996.

Sd/-
Mr. Jewel Chanda,
Sole Arbitrator, Ex-Judge
Mobile No. 9230230444.

NOTICE

Ref: Arbitration Proceeding JUNE-4-26 of 2026
YOGA BUILDERS PVT. LTD.
Vs. GANESH TRADERS

To,
Ganesh Traders,
Proprietor, Mr. Malay Ranjan Sethy,
50, Kali Krishna Tagore Street, Kolkata-700007, Email: ganeshtraders034@gmail.com

Whereas arbitration proceedings being June-4-26 of 2026 before the Ld. Sole Arbitrator Mr. Jewel Chanda, Ex-Judge, WBJS has been initiated by Yoga Builders Pvt. Ltd. having its registered office at Shop No. 77, Shahid Smarak Complex, near Lal Ganga Shopping Mall, G.E. Road, Raipur-492001 against you in respect of the dispute arising out of non-payment of the dues of Rs. 9,89,92,426.00 (Rupees Nine Crore Eighty-Nine Lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred Twenty-Six only). And whereas pursuant to the direction of the Ld. Arbitrator you are hereby called upon to appear before the Ld. Sole Arbitrator either personally or through authorised representative on 19.12.2026 at 2 P.M. at 2B, Avenue 2nd Road, Santoshpur, Kolkata-700075 and submit your statement of defence and/or objection, if any. In the event of your failure to appear or participate in the proceeding, the Ld. Arbitrator may proceed further in accordance with law including under Section 25 of the Arbitration and Conciliation Act 1996.

Sd/-
Mr. Jewel Chanda,
Sole Arbitrator, Ex-Judge
Mobile No. 9230230444.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ইন্দ-বরাথ থার্মাল পাওয়ার লিমিটেড (''ট্রান্সফারর কোম্পানি''), যার নিবন্ধিত কার্যালয় এসএল জুবিলি হিলস, তৃতীয় ফ্লোর, প্লট নং ১২০২ এবং ১২১৫এ, রোড নং ৩৬, অফিস নং ৩০৫, জুবিলি হিলস, হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা ৫০০০৩৩-এ এবং কর্পোরেট কার্যালয় ১ গার্স্টিন প্লেস, অরবিট হাউস, রুম নং-৩বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১-এ অবস্থিত এবং **ওড়িশা অ্যালয় স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড** (''ট্রান্সফেরি কোম্পানি''), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১ গার্স্টিন প্লেস, অরবিট হাউস, রুম নং-৩বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১-এ অবস্থিত, তাদের বিষয়ে।

এতদ্বারা সমস্ত শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ২৩৩ এবং প্রযোজ্য রুলস অনুসারে প্রস্তুত প্রস্তাবিত স্কিম অফ অ্যামালগামেশন, ট্রান্সফারর কোম্পানি এবং ট্রান্সফেরি কোম্পানির সমস্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথভাবে পেশ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তাদের কারও কাছ থেকে কোনো পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এই প্রকাশনার তারিখ পর্যন্ত, প্রস্তাবিত স্কিম সম্পর্কে কোনো বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো আপত্তি বা বিরূপ যোগাযোগ পাওয়া যায়নি। তদনুসারে, শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের প্রচারিত স্কিমটিকে চূড়ান্ত স্কিম হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের নজরে নিতে বলা হচ্ছে।

রশ্মি সিমেন্ট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
১ গার্স্টিন প্লেস, অরবিট হাউস, রুম নং-৩বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১।

তারিখ : ১৬.১১.২০২৬

NOTICE

Ref: Arbitration Proceeding JUNE-5-26 of 2026
H & M HOUSING FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED
Vs. KOHINOOR EXIM

To,
KOHINOOR EXIM
Proprietor Mr. Ramesh Hela,
8/5, Rupchandra Roy Street, Kolkata-700007, Email: sales.kohinoorindustry@gmail.com

Whereas arbitration proceedings being June-5-26 of 2026 before the Ld. Sole arbitrator Mr. Jewel Chanda, Ex-Judge WBJS has been initiated by H & M Housing Finance & Leasing Private Limited having its registered office at C/62, Vibgyor Tower, 9th floor, BKC Bandra (East), Mumbai-400051 against you in respect of the dispute arising out of non-payment of the dues of Rs. 8,60,94,400/- (Rupees Eight Crore Sixty Lakh Ninety-Four Thousand Four Hundred only). And whereas pursuant to the direction of the Ld. Arbitrator you are hereby called upon to appear before the Ld. Sole Arbitrator either personally or through authorised representative on 19.12.2026 at 2 P.M. at 2B, Avenue. 2nd Road, Santoshpur, Kolkata-700075 and submit your statement of defence and/or objection, if any. In the event of your failure to appear or participate in the proceeding, the Ld. Arbitrator may proceed further in accordance with law including under Section 25 of the Arbitration and Conciliation Act 1996.

Sd/-
Mr. Jewel Chanda,
Sole Arbitrator, Ex-Judge
Mobile No. 9230230444.

NOTICE

Ref: Arbitration Proceeding JUNE-6-26 of 2026
H & M HOUSING FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED
Vs. KOHINOOR EXIM

To,
KOHINOOR EXIM
Proprietor Mr. Ramesh Hela,
8/5, Rupchandra Roy Street, Kolkata-700007, Email: sales.kohinoorindustry@gmail.com

Whereas arbitration proceedings being June-6-26 of 2026 before the Ld. Sole arbitrator Mr. Jewel Chanda, Ex-Judge WBJS has been initiated by H & M Housing Finance & Leasing Private Limited having its registered office at C/62, Vibgyor Tower, 9th floor, BKC Bandra (East), Mumbai-400051 against you in respect of the dispute arising out of non-payment of the dues of Rs. 4,28,47,200/- (Rupees Four Crore Twenty Eight Lakh Forty Seven Thousand Two Hundred only). And whereas pursuant to the direction of the Ld. Arbitrator you are hereby called upon to appear before the Ld. Sole Arbitrator either personally or through authorised representative on 19.12.2026 at 2 P.M. at 2B, Avenue. 2nd Road, Santoshpur, Kolkata-700075 and submit your statement of defence and/or objection, if any. In the event of your failure to appear or participate in the proceeding, the Ld. Arbitrator may proceed further in accordance with law including under Section 25 of the Arbitration and Conciliation Act 1996.

Sd/-
Mr. Jewel Chanda,
Sole Arbitrator, Ex-Judge
Mobile No. 9230230444.

PUBLIC NOTICE

Undivided 5/6th Share in 2 Cottahs & 4 Chittacks land with G+2 storied structure at Premises No. 200/1A, Rash Behari Avenue, Kolkata – 700 029, P.S. - Gariahat, P.O. - Sarat Bose Road, Ward No. 86, of the KMC, Assessee No. 110862300221 AND undivided 5/6th Share in 2 Cottahs & 1 Chittack and 10 Sq. Ft. land with tin shed structure at Premises No. 200/1B, Rash Behari Avenue, Kolkata – 700 029, P.S. - Gariahat, Ward No. 86, of KMC, Assessee No. 110862300233.

Notice is hereby given that Abir Bandhopahyay, Ruma Sinha, Rina Banerjee, son and daughters of Late Ansuman Banerjee alongwith Deepankar Banerjee and Shankar Banerjee, both sons of Late Basuman Banerjee, claim to be the joint owners of the aforesaid property and intend to sell and transfer the aforesaid property. The three original deeds vide Being No. 2369 for the year 1936 registered with District Registrar at Alipore, Being No. 4193 for the year 1936 registered with District Sub registrar at Alipore and Being No. 1056 for the year 1938 registered with District Sub Registrar Alipore, in respect of the aforesaid property had been misplaced.

Any person having any claim over and in respect of the aforesaid property or

ফ্ল্যাটের দরজা কেটে যুবতী ধৃত বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুলিশ আধিকারিক সেজে ডিজিট্যাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে এবং কম সময়ে কয়েকগুণ ফেরত দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে বাঁকুড়া থেকে এক যুবতীকে গ্রেপ্তার করেছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সাইবার অপরাধ থানা। বিষ্ণুপুর শহর সংলগ্ন তুড়কি এলাকার একটি বহুতল বাড়ি থেকে রবিবার সকালে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ যুবতীটিকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ধৃত মহিলার নাম জয়িতা বাউরি। তার বাড়ি সোনামুখী থানার পাঁচাল এলাকায়। গত ১৭ অক্টোবর ২০২৬ সোনামুখী থানারই পাথরমোড়ার বাসিন্দা বুবাই ঘোষ নামে মূল অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাকে জেরা করেই বিষ্ণুপুরের এই নতুন ডেরার সন্ধান পায়। তার পরেই শনিবার রাতে পুলিশ ওই আবাসনে হানা দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে বুবাই ঘোষ দীর্ঘদিন ধরেই নানা ভাবে আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত। এই ঘটনার আগেও সাইবার প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। সে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর আরও বড় প্রতারণার ফাঁদ তৈরি করে এবং ওই যুবতীকে কাজে লাগায়।

ওই আবাসনের মালিক বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, প্রায় ছ'মাস আগে বুবাই ঘোষ নামে এক যুবক এবং জয়িতা বাউরি নামে এক যুবতী নিজেদেরকে স্বামী ও স্ত্রী পরিচয় দিয়ে নিজেদের আধার কার্ড দেখিয়ে ভাড়া থাকতে শুরুকরে। তবে সম্প্রতি ওদের নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে। সেজন্য কয়েকদিন আগে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়ে ছিল বলেও জানান বিশ্বজিৎবাবু। শনিবার রাতে পুলিশ তাকে ফোন করে ওই রুমে তল্লাশি চালাবে বলে জানিয়ে তাকে দ্রুত সেখানে যেতে বলে। রাতে অনেকবার ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও যুবতী দরজা খোলেনি। পুলিশ সেখানে সারারাত পাহারা দেয়। রবিবার সকালেও ডাকাডাকি করা হয়। তাই বাধ্য হয়ে ড্রিল মেশিন এনে লোহার দরজা কেটে পুলিশ জয়িতাকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই রুম থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। অনেক নথি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল অভিযুক্ত বুবাই ঘোষ বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই নানা ভাবে ফাঁদ পেতে প্রতারণা চালিয়ে যায়। প্রথমে সে নামি সংস্থার অনলাইন ডেলিভারি বয়ের কাজ নিয়ে খড়কুটো ভরা প্যাকেট দিয়ে ক্রেতাদের প্রতারিত করা শুরু করে। পরবর্তীকালে কমন সার্ভিস সেন্টার খুলে নিজের আঙুলের বায়োমেট্রিক দিয়ে গরিব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয়টি রপ্ত করে। পরবর্তীতে গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে প্রতারণার টাকা ঢুকিয়ে পরে নিজেই তুলে নিত। ওই ঘটনায় সে ধরাও পড়ে যায়। কিন্তু এবারে সে আরও বড় ফাঁদ তৈরি করে। পুলিশ সেজে ডিজিট্যাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে এবং কম সময়ে কয়েকগুণ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন জনকে প্রতারিত করা আরম্ভ করে। তাতে সহযোগী হিসাবে পাঁচাল এলাকার বাসিন্দা জয়িতা বাউরি নামে দরিদ্র পরিবারের এক যুবতীকে কাজে লাগায়। বিষ্ণুপুরে ভাড়াবাড়ি থেকে প্রতারণার জাল বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেয়। ভাড়া বাড়ির বৈদ্যুতিক বাল্বের মধ্যেও সিসি ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাসে বুবাই ঘোষ বিভিন্ন জেলার ৮২ জনকে আর্থিক প্রতারিত করেছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রতারণার টাকা নেওয়ার জন্য মোট ২০ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলি অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে অথবা গ্রাহকের অজান্তে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ হয়নি এমন প্রতারিত ব্যক্তির সংখ্যা কয়েকশো ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং সব মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকা প্রতারিত করেছে বলে পুলিশ মনে করছে। এই অ্যাকাউন্টগুলি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পূর্ববর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলা ছড়িয়ে রয়েছে আবাসনের কাছে থাকা এক দোকানদার জানান যে, ধৃত যুবতি প্রায়ই দামি দামি সিগারেট কিনে নিয়ে যেত। যুবকটি সবসময় মুখে মাস্ক পরে রাতের বেলায় রুমে ফিরে আসত। অন্যদিকে পাথরমোড়া এলাকার বাসিন্দারা বলেন, ধৃত বুবাই ঘোষ স্কুলের গণ্ডি পেরনোর পর থেকেই সাইবার প্রতারণায় হাত পাকায়। পাথরমোড়ার মত প্রত্যন্ত এলাকাতেও আট-দশ বছর আগে থেকেই তার বাড়ি সিসি ক্যামেরায় মোড়া থাকত। জেল খাটলেও তার শিক্ষা হয়নি।

চোরাই তেলের রমরমা কারবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বনভূমি দখল করেই কাঁকসায় চলছে রমরমিয়ে বেআইনি ভাবে তেল কাটিংয়ের ব্যবসা। তৃণমূলের আমলে গজিয়ে ওঠা এই সমস্ত বেআইনি কারবার। শুরু হলেও বিজেবি সরকারে তা চলছে রমরমিয়ে। বনভূমি দখল করে তাতে ছোট একটি ঝুপড়ি ঘর করে চলছে গোটা কারবার। একপ্রকার আস্ত এক একটা তেলের ডিপো। অগ্নির্বাপক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জ্বালানি তেলের মজুত। কাঁকসায় রাজ্য সড়কের পাশে বনভূমি দখল করে রমরমিয়ে চলছে এই চোরাই তেলের কারবার। তার জেরেই বিপন্ন সবুজ অরণ্য। এমনই ছবি ধরা পড়েছে কাঁকসার চার মাইলে, কাঁকসার বিল পাড়ায় ও কাঁকসার রাজবাঁধে। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ ও এক্সপ্লোসিভ বিভাগের নজরদারি নিয়ে। অভিযোগ, একশ্রেণির দুর্নীতিগ্রস্তদের মদতেই চলছে নাকি এসব চোরাই তেল কাটিংয়ের রমরমা কারবার।

উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে কাঁকসার বীরুডিহা এলাকায় বায়ুসেনা ছাউনি লাগোয়া অবৈধ তেল কাটিং এর জায়গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তার আগে ২০২২ সালে মার্চ মাসে বিরুডিহায় পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জ্বালানী তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন লাগে। তাতে বেশ কয়েকজন ঝলসে যায়। এছাড়াও ২০১৮ সালে অবৈধভাবে তেল মজুতের গ্যারেজে আগুন লেগে একজনের মৃত্যু হয়। তারপরও হুঁশ ফেরেনি। রাজ্যে সরকারের অগ্নি নির্বাপক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হাজার হাজার লিটার চোরাই জ্বালানি তেল মজুত করে বিক্রির রমরমা কারবার চলছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে।অভিযোগ,রাঙ্গু স্তার ধারে পলিথিন দিয়ে থাকে আড়াল। ট্যাংকার গাড়ি সেই আড়ালে ঢুকে পড়তেই ঝুঁকি নিয়েই চলে তেল কাটিংয়ের এই প্রক্রিয়া।

১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর কাঁকসার রাজবাঁধে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইন্ডিয়ান অয়েল, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম, ভারত পেট্রোলিয়ামের তেল ডিপো। ট্যাঙ্কার থেকে জ্বালানি তেল চুরি ঠেকাতে সম্প্রতি ই-লকিং সিস্টেম চালু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। তাতে ডিপো থেকে ট্যাঙ্কারে জ্বালানি তেল ভর্তির পর নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ডে লকিং করা হয়। ট্যাঙ্কারগুলিতে জিএসপিএস মনিটারিং সিস্টেম রাখা হয়। যাতে তেলসংস্থার ডিপো থেকে নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত রুট লকিং থাকে। তার বাইরে অন্য রুটে ট্যাঙ্কার চালনা হলে, মুহূর্তে জানান দেবে তেল সংস্থার অফিসে। এছাড়াও, ট্যাঙ্কারে ই-লকিং একমাত্র ডিপো ও নির্ধারিত পেট্রোল পাম্পে খুলবে। সেখানে লকিং সুইচ দেওয়া মাত্রই পাম্প মালিকের রেজিস্টার করা মোবাইল নম্বরে ওটিপি যাবে। সেই ওটিপি লগ করার পর ট্যাঙ্কারের লক খুলবে। প্রশ্ন, অত্যাধুনিক ই-লকিংয়ের পরও কিভাবে চুরি হচ্ছে জ্বালানি তেল।

অভিযোগ, ট্যাঙ্কারের জিপিএস সিস্টেমে ব্যাটরির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। তাতে সিস্টেমে রুটে গাড়ি চালানো দেখায়। দ্বিতীয়ত, ট্যাঙ্কারের ঢাকনার ওপর বসানো মোটা রড গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে কিংবা বাঁকিয়ে দেওয়া হয়। তার পর টুলু পাম্প বসিয়ে ট্যাঙ্কার থেকে তেল চুরি করা হয় বলে অভিযোগ। তেল কাটিংয়ের পর আবারও ওই রড লাগিয়ে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থাগুলি জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে, অবশ্যই কড়া হাতে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ট্যাঙ্কার পার্কিংয়ের নামে অবৈধ তেলের ডিপো। বিলপাড়া এলাকায় গ্যারেজের নজর এড়াতে সবুজ কাপড় দিয়ে ঘেরা। সামনে টায়ার পাম কিম্বা গ্রিজিংয়ে পশরা রেখে তার ভেতরে চলছে তেল কাটিং। আবার কাঁকসার চারের মাইলে বনভূমি দখল করে চলছে তেল কাটিং। জ্বালানি তেলের অবৈধ কাটিং এর দরুন নষ্ট হচ্ছে সবুজ অরন্য। বিপন্ন হচ্ছে জঙ্গল।

চালা ঘরের ছাউনিতে মজুত ব্যারেল ব্যারেল ডিজেল। এছাড়াও রাখা হচ্ছে ফাইবার ট্যাঙ্ক। প্রায় হাজার লিটারের ক্যাপাসিটির ৬-৮টি বিশালাকার ট্যাঙ্ক রয়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন যানবাহনে ভর্তি করা হয়। জাতীয় সড়কের পাশে এরকম বেশ কয়েকটি পার্কিংয়ের নামে চোরাই তেল কাটিংয়ের রমরমা কারবার চলে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

প্রশ্ন হল, এসব পার্কিংয়ে কোনও রকম অগ্নিকাণ্ড ঘটলে, তার দায় কার। এছাড়াও বায়ুসেনা ছাউনির কয়েক'শ মিটার দুরে ওইসব অবৈধ ডিপো কিভাবে হলো,কাদের সেটিং করে চলছে এই কারবার।

আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনও রকম ভাবে আগুন লাগলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটবে। তাই আতঙ্কে আছেন গ্রামবাসীরা। এছাড়াও ওখানে যেভাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ হয়, পাশ দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। তাই বন্ধ করা হোক ওই বেআইনি তেলের কাটা। পানাগড় বনবিভাগ রেঞ্জ আধিকারিক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, জঙ্গল লাগোয়া এসব অবৈধ জ্বালানি তেল কারবার বন্ধের জন্য পুলিশকে জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, 'আগে তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে যত অবৈধ তেল চুরি, বালি চুরি, কয়লা চুরি, মাটি চুরি সবই চলত। রাজ্যে নতুন সরকার। এখন তা হলে কি বিজেপির মদতে চলছে। সিন্ডিকেটরাজ, মাফিয়ারাজ সবই বহাল রয়েছে। এসব অবৈধ কাজ বন্ধ করা হোক। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' যদিও বিজেপির দাবি কোথাও কোনও অবৈধ কাজ হয়ে থাকলে প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।

অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ ঘিরে রণক্ষেত্র, পুলিশকে কড়া হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের



নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মদ, গাঁজা এমনকি ব্রাউন সুগারের আসর বসার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত দুর্গাপুরের গোপালপুর উত্তরপাড়া। অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দু'পক্ষের সংঘর্ষে মাথা ফাটল একাধিক মহিলার। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামাতে হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

এই ঘটনার পরেই পুলিশকে কার্যত কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পুলিশকে কীভাবে কাজ করাতে হয়, আমাদের জানা আছে। সেই ভাবেই করানো হবে।' বিধায়কের এই মন্তব্য ঘিরেও শুরু হয়েছে চর্চা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাতে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোপালপুর উত্তরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই মদ ও গাঁজার ঠেক চলছে। এমনকি সেখানে ব্রাউন সুগারের আসর বসার অভিযোগও উঠেছে। এই অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবিতে সরব হয়েছিলেন এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। অভিযোগ, প্রতিবাদ করতে গেলেই শুরু হয় বচসা। ক্রমে তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় মারধর ও ধস্তাধস্তি। অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় ধারালো অস্ত্র দিয়েও হামলা চালানো হয়। তাতেই গুরুতর জখম হন এক ব্যক্তি। মাথা ফেটে রক্তাক্ত হন বেশ কয়েকজন মহিলা। আহতদের মধ্যে কয়েকজন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু সোমবার সকালেও ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। খবর পেয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।



চন্দ্রকোনায় জগদ্ধাত্রীপুজো ও টাউন উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত সেচমন্ত্রী অরূপ দাস।

সাইবার প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার মানিককুন্ডু গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধনাথ পাল পেশায় একটি বেসরকারি কোম্পানির কর্মী। তাঁর ইউকো ব্যাংকের বাঁকা শাখায় একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। অভিযোগ, গত ১৪ নভেম্বর কোনও ওটিপি বা পিন নম্বর শেয়ার না-করেই দু'দফায় তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ডেবিট হয়ে যায়।

মোবাইলে টাকা কেটে নেওয়ার মেসেজ আসার পরেই বিষয়টি জানতে পারেন বুদ্ধনাথবাবু। তাঁর দাবি, তিনি কাউকে কোনও ওটিপি বা পিন নম্বর জাননি। তা সত্ত্বেও কী ভাবে অ্যাকাউন্ট থেকে এত টাকা উধাও হয়ে



গেল, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তিনি। ঘটনার পরই ব্যাংকে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানান বুদ্ধনাথবাবু। পাশাপাশি চন্দ্রকোনা থানার সাইবার হেল্প ডেস্কেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। কী ভাবে এই টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হল, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সূর্য আরাধনায় ভোরের আলোয় মুখর দ্বারকেশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রতিবছরের মতো এবছরও ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মীয় আবেগের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল চার দিনব্যাপী ছটপুজো। সোমবার ভোরে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে শেষ হল ছট উৎসব। এদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদের বিভিন্ন ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে। সূর্যদেবের আরাধনা শুরু হয়। এদিন দ্বারকেশ্বর নদের ঘাটে ছটপুজোকে কেন্দ্র করে এক অন্যরকম উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। ভোরের স্নিগ্ধ আলো, শঙ্খধ্বনি, ভক্তিমূলক গান এবং ভক্তদের প্রার্থনায় মুখরিত হয়ে ওঠে নদের পাড়। বহু মানুষ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘাটে উপস্থিত হয়ে এই পুজোয় অংশ নেন। বিশেষ করে অবাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ছটপুজো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে এই পুজোকে ঘিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও উৎসাহ ও সম্প্রীতির পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এদিন ভোরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ছটপুজোর আরাধনায় অংশ নেন



পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তিনি নিজেও সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করে পুজোয় সামিল হন। পাশাপাশি উপস্থিত ছটব্রতী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এ প্রসঙ্গে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, ছটপুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের গভীর বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং পারিবারিক মঙ্গল কামনার আবেগ। সূর্যদেবের আরাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ পরিবার ও সমাজের সকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করেন। এই পুজোর মধ্যে যে শৃঙ্খলা, সংযম ও আত্মত্যাগের শিক্ষা রয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ছটপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কঠোর উপবাস, শুদ্ধাচার, সংযম এবং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। সূর্যকে শক্তি ও জীবনের উৎস হিসেবে সম্মান জানিয়ে এই পুজো পালিত হয়। চার দিন ধরে ব্রত পালনের পর শেষ দিনে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে ব্রত সম্পন্ন হওয়ায় ভক্তদের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ আবেগ ও আনন্দ।

বিনামূল্যে আলুবীজ বিতরণ প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আলুচাষিদের বিনামূল্যে আলুবীজ বিতরণ প্রকল্প শুরু হল আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থেকে। এদিন পুড়শুড়ায় এই প্রকল্পের সুচনা করেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। কয়েকদিন আগে হুগলির পুরশুড়ায় এসে আলুচাষিদের জন্য একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী এবার ক্ষুদ্র চাষিদের বিনামূল্যে আলুবীজ দেওয়া শুরু হল। রাজ্যে মোট ২৪ হাজার ৫০০মেট্রিক টন আলুবীজ দেওয়া হবে। রাজ্যের ১৫ জেলার ১৭৮ ব্লকের ২ লক্ষ ৪৫ হাজার কৃষক এই সুবিধা পাবেন। পুরশুড়া থেকে রাজ্যের এই প্রকল্পের সূচনা করলেন কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। প্রত্যেক চাষিকে দুই বস্তা করে আলুর বীজ দেওয়া হয়। এতে খুশি হুগলি জেলা তথা আরামবাগ মহকুমার আলুচাষিরা। তাঁদের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে চড়া দামে আলুবীজ কিনতে হয়েছে। ফলে অনেকটা বেশি খরচ করে আলুচাষ করেও ফসলের দাম মেলেনি। এবার আলুর দাম নিয়েও আশা দিয়েছে নতুন সরকার। বিনামূল্যে আলুবীজ বিতরণ শুরু হওয়ায় এবার চাষের খরচও কমবে। এতে খুশি আলুচাষিরা।

তাঁরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ। নতুন সরকার চাষিদের কথা ভাবছে। আগে কোনও সরকার এভাবে চাষিদের কথা ভাবেনি। বিনামূল্যে আলুবীজ পাওয়ায় এবার চাষের খরচও অনেকটা কমবে। এরফলে প্রান্তিক এলাকার চাষিরা অনেকটা উপকৃত হবেন। কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল বলেন, সারের কালোবাজারি কোনও ভাবে বরদাস্ত করা হবে না। আলুতে ফড়ে রাজ বন্ধ করা সরকারের টার্গেট। চাষিদের সুদিন ফেরাতে এই



সরকার বদ্ধপরিকর। এদিন হরিণখোলা অঞ্চল এসেছিলেন আলু চাষি প্রসাদ ঘোষ। আবার আরাম্ভি থেকে এসেছিলেন লক্ষ্মণ রায়।

প্রসাদ ঘোষ বলেন, 'এই প্রথম একটা সরকার বিনা পয়সায় আলু বীজ দিল। ১০০ কেজি করে দেওয়া হয় আলু বীজ। মন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আলু বীজ প্রদান করলেন। আমরা খুবই খুশি।' এই ভাবেই বিভিন্ন এলাকা থেকে আলু চাষিরা আলু বীজ পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত।

জলে তলিয়ে গেল দুই কিশোর-কিশোরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ছটপুজোর উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যেই বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল দুই কিশোর-কিশোরী। সোমবার দুপুরে বালুরঘাটের সদরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যায় তারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা ঘাট চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত দু'জনকেই জল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ছটপুজোর মূল পুজোপর্ব মিটে যাওয়ার পর দুপুর আনুমানিক ১২টা নাগাদ পরিবারের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে ওই কিশোর-কিশোরীরা আত্রেয়ী নদীতে স্নান করতে নামে। স্নান করার সময় আচমকাই জলের তোড়ে বা গভীর জলে চলে যাওয়ায় দু'জনেই তলিয়ে যেতে শুরু করে।

ঘাটে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী সৈকত মিত্র বিষয়টি দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকার শুনেই ঘাটে থাকা অন্যান্য মানুষজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। প্রথমে ওই কিশোরকে জল থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কিশোরীটির কোনও খোঁজ মিলছিল না।

এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নেমে জোরকদমে তল্লাশি শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় অবশেষে ১২ বছরের কিশোরী কয়েল মহন্তকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পরই শারীরিক পরীক্ষার ও চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।



সোনারপুর গোড়খাড়া অধিবাসীবৃন্দের সহযোগিতার হাত ধরে, বিগত উনিশ বছর পাড়ি দিয়ে, পায়ে পায়ে গৌরবময় বিংশতম বর্ষে পদার্পণ জগদ্ধাত্রী আরাধনায়। ঐতিহ্য, ঐক্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ছটপুজোর পুণ্যলগ্নে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হল এক ছটব্রতী পুণ্যার্থীর। সোমবার সকালে পাণ্ডবেশ্বরের গায়ঘাটা ছটঘাটে এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। উৎসবের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হয় শোকের আবহে। মৃতের নাম বিনোদ নুনিয়া। তিনি গায়ঘাটা এলাকারই বাসিন্দা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছটঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (অন্ডাল ডিভিশন) দীপ কুমার দাস, পাণ্ডবেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), যুগ্ম বিডিও-সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ছটঘাটে বিদ্যুতের খোলা তারের যথাযথ সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও প্রশাসনের তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট নয়। এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ছটের মতো বড় ধর্মীয় উৎসবে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হওয়া সত্ত্বেও ঘাটে বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কেন পর্যাপ্ত সতর্কতা নেওয়া হয়নি, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

বিধানসভার বিভিন্ন ছটঘাটে উপস্থিত রাজ্যের দুই মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ছট উপলক্ষে সূর্যের আলো ফোটার আগে থেকে বার্নপুরের দামোদরের বিভিন্ন ছটঘাটে ঘুরলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অপরদিকে নিয়ামতপুর, কুলটি ও বরাকর নদীর একাধিক ছটঘাট ঘুরলেন রাজ্যের অপর মন্ত্রী ডাক্তার অজয় পোদ্দার।

এবার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের উদ্যোগে দামোদর ছটঘাটে আয়োজন করা হয় আরতির। ছট পুজো উপলক্ষে ভোর তিনটের সময় দামোদর নদের ছটঘাটে পৌঁছে যান অগ্নিমিত্রা পাল। সেখানে সমস্ত রকম আয়োজন তিনি সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, গত দু'দিন থেকে তিনি না-ঘুমিয়ে প্রথম দিন কলকাতা ও পরের দিন আসানসোলে বিভিন্ন ছটঘাটে পৌঁছেছেন। ভক্তদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

শুধু তাই নয় এবার দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওয়াটার কেননের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে গোলাপজল স্প্রে করা হয়েছে। শুধু তাই নয় আসানসোল পুরসভার অন্তর্গত



সমস্ত ছটঘাট নিখুঁত ভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন শুধু ছটপূজা নয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে যে এলাকায় যে পুজো বিখ্যাত সেই এলাকার ভক্তদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না-হয় তার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।

অপরদিকে কুলটির বিধায়ক তথা রাজ্যের অপর মন্ত্রী ডাক্তার অজয় পোদ্দার এই দিন তার বিধানসভার বিভিন্ন ছটঘাট পরিদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে বরাকর নদীতে গিয়ে সূর্য দেবতার আরাধনা করেন। তিনি ছটপূজা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

বেনারসের আদলে উখড়ায় সন্ধ্যারতি, আলো-আতশবাজিতে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উখড়া: বেনারসের গঙ্গার ঘাটের মনোমুগ্ধকর সন্ধ্যা আরতির আবহ এবার ধরা পড়ল খনি অঞ্চলের উখড়ায়। ধূপ-ধুনোর সুগন্ধ, মন্ত্রোচ্চারণ, আরতির আলো আর ভক্তিময় প

এসআইআর মামলায়

সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি জ্ঞানেশ কুমারকে প্রশ্ন করতে চায় ইন্ডি জোট

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: সুপ্রিম এজলাসে সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে প্রশ্ন করতে চায় তারা। ইতিমধ্যে এসআইআরে নাম বাদের নিয়ম, ফর্ম ৬ ব্যবহার ও পরিবর্তন-সহ শীর্ষ আদালতে ৪৮টি প্রশ্ন জমা দিয়েছেন ইন্ডিয়া ব্লকের আইনজীবী।



সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা বিরোধীদের আবেদনে অভিযোগ করা হয়, ভোটচুরি তথা এসআইআরে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের জবাবে কমিশন বারবার পালটা দাবি করছে। আদালতের সামনে প্রাসঙ্গিক তথ্য বা সমর্থনযোগ্য নথিপত্র তুলে ধরছে না। এই অবস্থায় সুপ্রিম অনুমোদনে আদালতে দাঁড়িয়ে সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের জবাব চাইছে তারা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা বিরোধী জোটের আবেদনে বলা হয়েছে, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য কমিশন কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কি না, কখন এবং কীভাবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কমিশনের নামে কে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছিল এবং ইসিআইএনইটি-কে কীভাবে নকশা করা হয়েছে, পরিবর্তন করা হয়েছে ও পরিচালনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি জানার কোনও উপায় (আসআইআরে) আবেদনকারীদের নেই, কেবল মামলাকারীদের মাধ্যম ছাড়া'

বিরোধীদের আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সরকারি নথিপত্র-সমর্থিত বিস্তারিত উত্তর পাওয়ার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। আরও বলা হয়েছে, যে তথ্য ও নথিপত্র চাওয়া হয়েছে তা কেবল নির্বাচন কমিশনের কাছেই রয়েছে। এই প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য হল নির্বাচন কমিশনের দাবিগুলির যথার্থতা যাচাই করা। 'ইন্ডিয়া' জোটের আবেদনকারীরা সুপ্রিম কোর্টে ৪৮টি প্রশ্ন জমা দিয়েছেন। তাঁরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী এবং ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ভানু প্রকাশ ইতুরুর কাছ থেকে এই প্রশ্নাবলীর উত্তর চান।

বিলকিস মামলায় দুই সাজাপ্রাপ্তকে জামিন

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: বিলকিস বানোর গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় দুই আসামির সাজা স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট। উভয়েই ছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত। গত ১৭ বছর ধরে তাঁরা জেলেই রয়েছেন। এ অবস্থায় দুই আসামির জামিনের নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি বড়ালের বেঞ্চ।



আসামি পক্ষের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা সওয়াল করেন, তাঁর মক্কেলদের মধ্যে এক জনের নামে শুরুতে কোনও এফআইআর ছিল না। ঘটনার প্রায় তিন বছর পর তাঁর নাম জোড়ে ঘটনায়। অপর জন গুরুতর ভাবে প্রতিবন্ধী। এ অবস্থায় তাঁদের সাজা স্থগিতের আবেদন জানান তিনি। অন্য দিকে সরকারের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল রাজা ঠাকরে এই আর্জির বিরোধিতা করেন। তবে শেষপর্যন্ত আসামিদের মধ্যে এক জন বিশেষ ভাবে সক্ষম এবং তাঁরা উভয়েই ১৭ বছর ধরে জেলবন্দি; এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে জামিনের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

২০০২ সালে গোধরা-কাণ্ডের পর গুজরাতে অশান্তি চলাকালীন ৩ মে দাহোড় জেলার দেবগড় বারিয়া গ্রামে হামলা চালানো হয়। গ্রামের বাসিন্দা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ করা হয়। বিলকিসের চোখের সামনেই তাঁর তিন বছরের মেয়েকে পাথরে আছড়ে মারে হামলাকারীরা। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে। তাঁর পরিবারের আরও কয়েক জন সদস্যকে হত্যা করা হয়। এই অপরাধকে 'বিরল থেকে বিরলতম' আখ্যা দিয়ে মুম্বইয়ের সিবিআই আদালতে কঠোর সাজার পক্ষে সওয়াল করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০০৮ সালের ২১ জানুয়ারি মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছিল ওই বিশেষ আদালত। মামলা চলাকালীন এক জনের মৃত্যু হয়।

পরে বম্বে হাইকোর্টও ২০১৭ সালে তাঁদের সাজা বহাল রাখে। পরবর্তী সময়ে গুজরাত সরকার আসামিদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে সেই সিদ্ধান্ত গুজরাত সরকারের এক্তিয়ারবহির্ভূত বলে বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ওই ১১ আসামির মধ্যে অন্যতম বিপিনচাঁদ জোশী এবং প্রদীপ মোধিয়া ২০১৭ সালের বম্বে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। গত ২৮ অক্টোবর তাঁদের জামিনের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

মহারাষ্ট্রের জঙ্গলে বিমানসেবিকার রক্তাক্ত দেহ

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর: ছুটিতে বাড়ি ফিরে রহস্যমৃত্যু হল ইন্ডিগোর এক বিমানসেবিকার। গত শনিবার ৩৫ বছরের ওই তরুণী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন গোন্দিয়া জেলার বন্দ্রানী জঙ্গলে একটি নদীর ধারে। পরিবারের লোকেরা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁকে। যদিও চিকিৎসকরা জানান, ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তরুণীর। এই ঘটনায় প্রথমে ডাকাতির তত্ত্ব খাড়া হলেও তদন্তকারীদের অনুমান, ইন্ডিগোর কর্মীকে পরিকল্পনা করে খুন করা হতে পারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বিমানসেবিকার নাম বর্ষা তুরকর। দীপাবলি উপলক্ষে ছুটি নিয়ে মহারাষ্ট্রের সীমান্ত সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার কিনহি গ্রামের বাপের বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। তাঁর আড়াই বছরের ছেলে রয়েছে। ১৪ নভেম্বর, শনিবার বিকেলে ৪টে নাগাদ রীতেশ আগরওয়াল নামের এক বন্ধুর সঙ্গে বন্দ্রানী জঙ্গলে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন বর্ষা। সন্ধে ৬টা নাগাদ রীতেশ তরুণীর পরিবারের লোকেদের ফোন করে জানান, ডাকাতের কবলে পড়েছেন। বর্ষার উপর হামলা চালিয়েছে ডাকাতরা। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন তরুণীর পরিবারের সদস্যরা। বর্ষাকে নিকটবর্তী খাইরলানজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা জানান ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রীতেশ মুখে মাস্ক পরা ডাকাতদের কথা বললেও তাঁর বয়ানে পুলিশের সন্দেহ হয়। কারণ, বর্ষার পিঠে চারটি ধারাল অস্ত্রের গভীর ক্ষতচিহ্ন থাকলেও রীতেশের শরীরে বিন্দুমাত্র আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষ বা ধস্তাধস্তি হলে তাঁর শরীরেও আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা। এরপরই রীতেশকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। বর্ষাকে পরিকল্পানা মাফিক খুন করা হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা।

উত্তরপ্রদেশে ফের হাজতে আজম খান

লখনউ, ১৬ নভেম্বর: আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ নাগাদ বিধানসভা নির্বাচন উত্তরপ্রদেশে। এখন থেকেই বেজে গিয়েছে ভোটের দামাম। এহেন পরিস্থিতিতে জেলে পাঠানো হল উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ নেতা আজম খানকে। চার দিনের ইডি রিমান্ড শেষ হওয়ার পর সোমবার একটি বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজির করা হয় তাঁকে। এরপর তাঁকে ১০ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে দাসনা জেলে পাঠানো হয়।

উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির শাসনকালে আসরা আবাস প্রকল্পে বিরাট দুর্নীতির অভিযোগে ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল এই নেতার। তবে ২ বছর জেল খাটার পর ২০২৫ সালে সেই মামলায় উত্তরপ্রদেশের ১০ বারের বিধায়ককে জামিন দেয় আদালত। জেল থেকে বের হলেও নতুন করে ফের বিপাকে পড়লেন আজম খান।

এদিন আদালতে হাজিরার সময় দেখা যায় আজম খান অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই গাড়ি থেকে নামানো হয় তাঁকে। প্রবীণ নেতা তাঁর কিছু সমর্থক এবং মিডিয়ার ক্যামেরার দিকে তাকান। অভিবাদনের জবাবে তিনি হাত তোলেন এবং তারপর ঘুরে আদালতের দিকে হেঁটে যান। মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। প্রায়



আধঘণ্টার শুনানির পরে বিচারক তাঁকে ১০ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে দাসনা জেলে পাঠান। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৬ নভেম্বর। গত ৩১ অক্টোবর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আজম খান।

মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে বাংলাদেশে ফের বিক্ষোভ পোশাকশ্রমিকদের

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর: মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে ফের বিক্ষোভ দেখালেন বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকদের একাংশ। সোমবার মূলত ঢাকা বিভাগের গাজীপুরে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান বেশ কয়েক জন পোশাকশ্রমিক। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করতে হয় পুলিশকে। এক ঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গাজীপুরের ১৭টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভের জেরে সোমবার সেখানকার আরও দু'টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রকে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ (স্থানীয় সময় অনুসারে) গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকার দু'টি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা কাজে যোগ না-দিয়ে অবস্থানে বসেন। পরে তাঁরা বাংলাদেশের কোনাবাড়ী-কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন পুলিশ এবং বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি)-র সদস্যেরা। প্রথমে শ্রমিকদের রাস্তা ছাড়ার অনুরোধ করা হয়। বিক্ষোভকারীরা তার পরেও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ায় কাঁদানে গ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ।

বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকেরা গত অক্টোবর থেকে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। এরই মধ্যে গত সোমবার মজুরি বোর্ডের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। সেখানে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা ন্যূনতম বেতন ৩২ হাজার টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায়) করার প্রস্তাব দেন। অন্য দিকে, পোশাক শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মালিকপক্ষ। তাদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শ্রমিকেরা কাজে যোগ না-দিলে রবিবার থেকে সব কারখানা বন্ধ করে রাখা হবে। মজুরিবৃদ্ধির বিষয়ে সোমবার তৃতীয় দফার বৈঠকের কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়।

ফুকেতে অগ্নিকাণ্ডে মৃত অন্তত ১১

ফুকেত, ১৬ নভেম্বর: থাইল্যান্ডের ফুকেতে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল অন্তত ১১ জনের। সোমবার ভোরে সেখানে একটি দোকানঘরে আচমকা আগুন লেগে যায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলিতেও। ফুকেতের পুলিশ জানাচ্ছে, দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১৬ জন। তবে মৃতদের মধ্যে কোনও পর্যটক নেই বলেই জানিয়েছে পুলিশ। কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিটের জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।



প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে বেশির ভাগের। যে ১৬ জনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৫ জনই থাইল্যান্ডের নাগরিক। এক জন বিদেশি। তিনি মায়ানমারের বাসিন্দা।

সোমবার ভোর ৩টের কিছু পরে (স্থানীয় সময়ে) অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। সেখানে একটি দোকানঘর থেকে গাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা চলত। পুলিশ সূত্রে রয়টার্স জানাচ্ছে, ওই দোকান থেকেই আগুন ছড়ায় আশপাশের ভবনগুলিতে। শেষে প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ফুকেতের স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, ওই দোকানঘরের নীচতলায় অন্তত ১০০টি বাইক পার্ক করা ছিল। ওই গাড়িগুলি এবং তার রবারের টায়ার, প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশগুলিতেও আগুন ধরে যায়। সেগুলি দাহ্য হওয়ার ফলে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডের জেরে ওই এলাকায় অন্তত পাঁচটি দোকানঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুনে পুড়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বাইক। ব্যাংকক পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফুকেতের গভর্নর চোটেনারিন কের্ডসম বলেছেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, দোকানটির সামনের একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সম্ভবত শর্ট সার্কিট হয়েছিল। তবে বিষয়টি এখনও তদন্তসাপেক্ষ বলে জানান তিনি।

ময়দান

আইসিসির চেয়ারম্যান পদে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব জয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রশাসনিক ক্ষমতায় আরও একবার জয় শাহ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য পুনর্নির্বাচিত হলেন তিনি। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না-থাকায় বিনা লড়াইয়েই ফের এই দায়িত্ব পেলেন জয়। ১৬ নভেম্বর বালিতে আইসিসির বোর্ড বৈঠকে তাঁর পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ে। সংস্থার পরিচালকদের প্রস্তাবের পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নাম অনুমোদিত হয়। জয় শাহের নেতৃত্বে আস্থা রাখার পাশাপাশি বিশ্ব ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ানো, নতুন বাজার তৈরি, বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিকাশ এবং বিশ্বজুড়ে খেলাটির পরিধি বাড়ানোই আগামী দিনের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় মেয়াদে এই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে তাঁর কাঁধে।



তবে জয় শাহের সামনে সবচেয়ে বড় সুযোগ আসতে চলেছে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সকে ঘিরে। দীর্ঘ বিরতির পর অলিম্পিক্সের আসরে ফিরছে ক্রিকেট। এই প্রত্যাবর্তনকে বিশ্বজুড়ে খেলাটির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে দেখছেন তিনি। অলিম্পিকের মাধ্যমে নতুন দর্শক, নতুন খেলোয়াড় এবং নতুন প্রজন্মের কাছে ক্রিকেটকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

পাশাপাশি মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় আইসিসি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি করা, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার পরিসর বাড়ানো এবং খেলাটির সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি যোগাযোগ বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হবে। সহযোগী সদস্য দেশগুলির ক্রিকেটের উন্নয়নও থাকবে অগ্রাধিকারের তালিকায়।

জয় শাহের দ্বিতীয় মেয়াদকে স্বাগত জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট প্রশাসকরা। ইংল্যান্ডের রিচার্ড থম্পসন থেকে জিম্বাবোয়ের তাভেঙ্গা মুকুহলানি, সকলের বক্তব্যেই উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা। দ্বিপাক্ষিক সিরিজের গুরুত্ব বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক সূচির ভারসাম্য এবং সদস্য দেশগুলির স্বার্থ রক্ষার বিষয়েও জোর দিয়েছেন তাঁরা। ২০২৭ সালের পুরুষদের একদিনের বিশ্বকাপ আফ্রিকায় ক্রিকেটের প্রসারে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশাবাদী আইসিসি। সব মিলিয়ে জয় শাহের দ্বিতীয় ইনিংসের লক্ষ্য স্পষ্ট, ক্রিকেটকে আরও বেশি দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খেলাটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

শুরু সিএবির নতুন মরসুম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে ফার্স্ট ডিভিশন ওয়ান ডে লিগ কাম নকআউট প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হল সিএবি-র ২০২৬-২৭ ক্রিকেট মরসুম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি নীতীশ রঞ্জন দত্ত, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস, প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক মদন মোহন ঘোষ, ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অরুণ লাল-সহ সংস্থার একাধিক কর্তা। গত মরসুমে ১৪২ বছরের ইতিহাসে প্রথম বার সিএবি প্রথম ডিভিশন সুপার লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ ও পি সেন মেমোরিয়াল ট্রফি জিতেছিল টাউন ক্লাব। সেই সাফল্যের পর নতুন মরসুমেও দলের দায়িত্বে এবারও থাকছেন সুরজিৎ লাহিড়ি। তিনিও ছিলেন উপস্থিত। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও তপন মেমোরিয়াল ক্লাব। নতুন মরসুমে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনের সব দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে সিএবি।



জয় শাহকে অভিষেকের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয়বার আইসিসি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন জয় শাহ। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষ পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। সমাজমাধ্যমে অভিষেক লিখেছেন, বিশ্ব ক্রিকেট ও ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে এর চেয়ে ভাল খবর আর হতে পারত না। জয় শাহকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর নতুন ইনিংসের সাফল্য কামনা করেছেন তিনি। দু'জনের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। কলকাতায় খেলা দেখতে এলে অভিষেকের সঙ্গে দেখা করেন জয়। ৩৮ বছর বয়সি জয় আগামী দু'বছর এই দায়িত্ব সামলাবেন। দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের আয়োজন। আইসিসির শীর্ষ পদে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেট মহলেও খুশির আবহ।



চণ্ডীগড়কে উড়িয়ে জয়ে ফিরল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির অভিযান শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হার দিয়ে। তবে প্রথম ম্যাচের ধাক্কা সামলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন বাংলার। চণ্ডীগড়কে ৮৫ রানে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম জয় তুলে নিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস খেললেন অভিষেক পোড়েল। বল হাতে মুকেশ কুমার ও করণ লালের দাপটে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল চণ্ডীগড়ের ব্যাটিং। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অভিষেক।

প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেটে ২০০ রান তোলে বাংলা। মাত্র ২৬ বলে ৫৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন অভিষেক। পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কায় সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস। করণ লাল ১৫ বলে ২৩ রান করে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ করেন ২২ বলে ২৯ রান।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী নং. ১
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং. এইচডব্লুএইচ-III-০২-২৬-২৭ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং -এর সংশোধনী নং. ১, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/III, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত এই টেন্ডারটি নিম্নরূপে সংশোধিত হয়েছে ঃ (১) বিজ্ঞাপিত মূল্য (ভারতীয় মুদ্রায়) ঃ বিদ্যমান মূল্য ঃ ১০,৪৬,১৯,৭১৬.২৩ টাকা। সংশোধিত মূল্য ঃ ১০,৪৬,১৯,৭১৬.২৭ টাকা। (২) কাজের নাম ঃ বিদ্যমান ঃ "অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ইত্যাদির সঙ্গে সাঁইথিয়া- পাকুড় ৪র্থ লাইন, মুরারই-বড়হরওয়া ৩য় লাইন ও পাকুড়-গুমানী ৪র্থ লাইনের প্রকল্পসমূহ এবং পাকুড়ে ২০টি রেলওয়ে কোয়ার্টার্স নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান বাধা অপসারণ"-এর প্রস্তাব সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণগুলি পরিপালন। সংশোধিত ঃ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ইত্যাদির সঙ্গে সাঁইথিয়া- পাকুড় ৪র্থ লাইন, মুরারই-বড়হরওয়া ৩য় লাইন ও পাকুড়-গুমানী ৪র্থ লাইনের প্রকল্পসমূহ এবং পাকুড়ে ২০টি রেলওয়ে কোয়ার্টার্স নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান বাধা অপসারণ। অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
CON-51/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সিএসটিই/প্রজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতা, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে ০৭.১২.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় খোলার জন্য নির্ধারিত ওপেন টেন্ডারের জন্যে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এই ধরনের কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। কাজের নাম: মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার বিভিন্ন স্টেশনে আনুষঙ্গিক কাজ সহ ইএলডি-এর ব্যবস্থা; টেন্ডারের মূল্য: ₹ ২,০৯,৭৯,৫৯৩.৫১; বায়না মূল্য: ₹ ৪,১৯,৬০০.০০; কাজ সমাপ্তির সময়কাল: ৬ মাস। টেন্ডারটি https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধিত হতে হবে। শুধুমাত্র নিবন্ধিত টেন্ডারদাতা/বিডাররাই ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।
ওপেন টেন্ডার নোটিশ নং: এসটি-ওয়ার্কস-৩৩-২০২৬
আমাদের অনুসরণ করুণঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনের শ্রীরামপুর, রিষড়া, তারকেশ্বর (পিএফ নং. ২/৩), তারকেশ্বর (এবিএসএস), বেলমুড়ি, শক্তিগড়, কাটোয়া, হিন্দমোটর, হাওড়া (পিএফ নং. ২২/২৩), হাওড়া (পিএফ নং. ১২-এর নিকটে, ওল্ড কমপ্লেক্স), বৈঁচি ও হাওড়া (পিএফ নং. ১-এর নিকটে, ওল্ড কমপ্লেক্স) -এ সাধারণ সুলভ শৌচালয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নতুন চুক্তিস্থত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই ই-নিলামটি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আরও বিশদের জন্য এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিঙ্কে মডিউল দেখুন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-৩৬-২০২৬। ক্র. নং.; লট নং/ক্যাটাগরি ও স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ- টিওআই- ১-২৬-১ ও হাওড়া (পিএফ নং. ২২ ও ২৩ হাওড়া)। (২) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ - টিওআই- ৩-২৬-১ ও হাওড়া (পিএফ নং. ১২)। (৩) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- বিওআই - টিওআই- ৩৬-২৬-১ ও বৈঁচি। (৪) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- এসকেজি - টিওআই- ৩০-২৬-১ ও শক্তিগড়। (৫) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- টিএকে - টিওআই- ৭৮-২৬-২ ও তারকেশ্বর (পিএফ নং. ২/৩)। (৬) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- কেডব্লুএই - টিওআই- ২৭-২৬-১ ও কাটোয়া (পিএফ নং. ২)। (৭) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- এইচএমজেড- টিওআই- ২৯-২৬-২ ও হিন্দমোটর। (৮) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- টিএকে - টিওআই- ৮৬-২৬-৩ ও তারকেশ্বর (এবি এসএস)। (৯) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- এসআরপি - টিওআই- ৭৬-২৬-২ ও শ্রীরামপুর। (১০) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- আরআইএস - টিওআই- ৩১-২৬-২ ও রিষড়া। (১১) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- বিএমএই - টিওআই- ৭৭-২৬-১ ও বেলমুড়ি। (১২) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ- টিওআই- ৮৭-২৬-১ ও হাওড়া (পিএফ নং. ১)। নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ১৯.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র. নং. ১ থেকে ১২ -এর জন্য)।
HWH-442/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.



টার্গেট

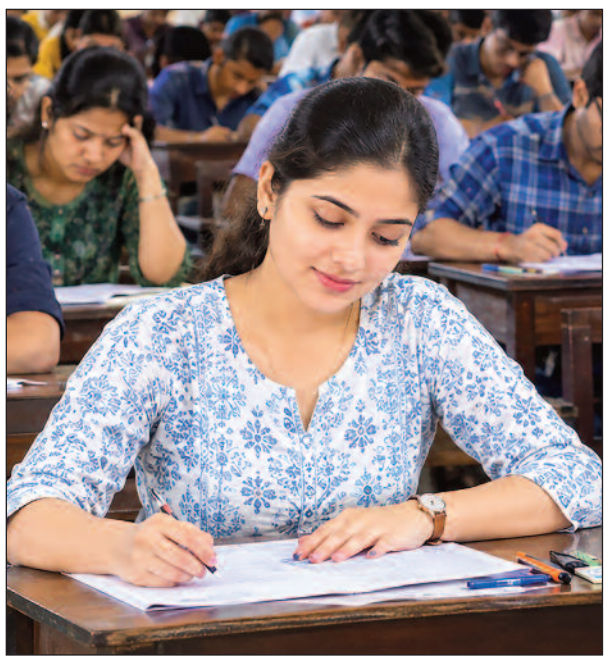


হাতের মুঠোয় ক্লার্কশিপ

পর্ব ৩



২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের কর্মী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও, ডব্লুবিসিএস ২০২৩ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর পদে রেশনিং অফিসার হিসেবে কর্মরত। আসন্ন ক্লার্কশিপ প্রিলি ও মেনস পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন হবে তা বাতলে দিলেন চয়ন দাস। তাঁর সঙ্গে কথা বলে লিখলেন ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের পদস্থ আধিকারিক এবং সরকারি-চাকরি সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের জনপ্রিয় লেখক অনিন্দ্য কিশোর।



প্রস্তুতির শুরু হোক নিজেকে চিনে

সরকারি চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য কত ঘণ্টা পড়তে হবে, কোন বই পড়লে বেশি প্রশ্ন পাওয়া যাবে, শেষ মুহূর্তে কী ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত; চাকরিপ্রার্থীদের মনে এমন প্রশ্নের শেষ নেই। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্লার্কশিপ নিয়োগ পরীক্ষাকে সামনে রেখেও একই উদ্বেগ স্বাভাবিক। তবে প্রস্তুতির গোড়ায় প্রয়োজন নিজের অবস্থান বোঝা। কোন বিষয়ে দখল আছে, কোথায় বারবার ভুল হচ্ছে এবং হাতে থাকা সময়ের কতটা কাজে লাগানো সম্ভব, তার বাস্তব হিসাব থেকেই তৈরি করতে হবে পড়াশোনার পরিকল্পনা। অন্যের রুটিন হুবহু অনুসরণ করলে নিজের প্রয়োজন আড়ালেই থেকে যেতে পারে।

সিলেবাস চিনলেই পড়ার পথ পরিষ্কার

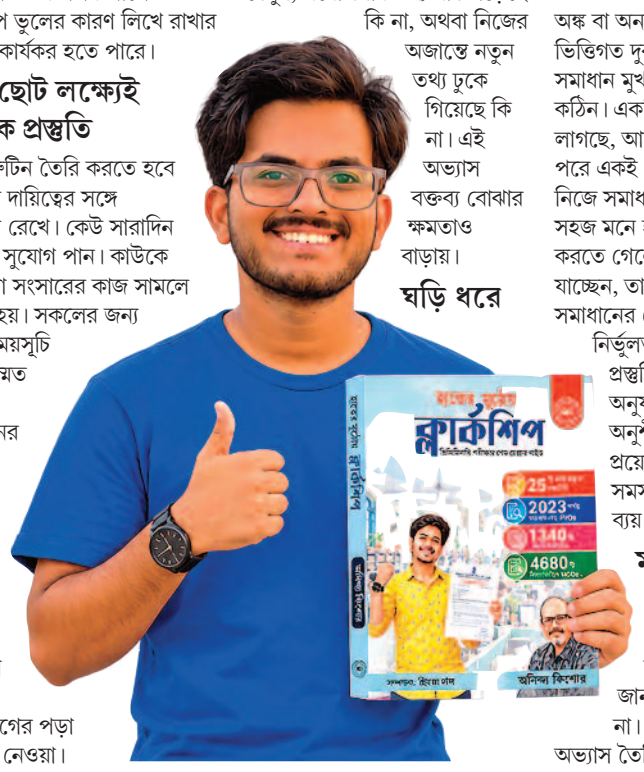
প্রথম কাজ, কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি ও পাঠ্যসূচি ভাল করে পড়া। পরীক্ষার যে পর্যায়ে বসতে চলেছেন, তার প্রশ্নের ধরন, সময়সীমা এবং মূল্যায়নের নিয়ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আগের কোনও পরীক্ষার অভিজ্ঞতা কিংবা পরিচিতের মুখে শোনা তথ্যকে চূড়ান্ত ধরে নেওয়া ঠিক নয়। প্রস্তুতির বিষয় নির্বাচনেও পাঠ্যসূচিই হোক প্রধান নির্দেশক। কী পড়তে হবে জানার পাশাপাশি, এই মুহূর্তে কোন বিষয়টি পড়ার প্রয়োজন নেই, সেটি বুঝতে পারলেও সময় বাঁচে। অপ্রয়োজনীয় পড়ার চাপ কমলে, প্রয়োজনীয় অংশে মন দেওয়া সহজ হয়।

পুরনো প্রশ্নেই ধরো নিজের ভুল

এর পরেই আসবে আগের বছরের প্রশ্নপত্র। শুধু উত্তর মিলিয়ে দেখলে এই অনুশীলনের অর্ধেক কাজ হয়। প্রশ্নের ভাষা, একই বিষয়কে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপনের কৌশল এবং নিজের ভুলের ধরনও লক্ষ করতে হবে। কোনও প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল; তবু ভুল হল কেন? প্রশ্নটি তাড়াহুড়োয় পড়েছেন, নিয়ম ভুলে গিয়েছেন, না কি দু'টি কাছাকাছি উত্তরের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি? কারণ আলাদা হলে সংশোধনের পথও আলাদা হবে। তাই ভুল উত্তরগুলির পাশে সংক্ষেপে ভুলের কারণ লিখে রাখার অভ্যাস কার্যকর হতে পারে।

ছোট ছোট লক্ষ্যেই এগোক প্রস্তুতি

পড়ার রুটিন তৈরি করতে হবে দৈনন্দিন দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কেউ সারাদিন প্রস্তুতির সুযোগ পান। কাউকে চাকরি বা সংসারের কাজ সামলে পড়তে হয়। সকলের জন্য একই সময়সূচি বাস্তবসম্মত নয়। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখুন একটি বিষয় বুঝে পড়া, কিছু প্রশ্ন সমাধান এবং আগের পড়া ঝালিয়ে নেওয়া।



সপ্তাহ শেষে দেখুন, পরিকল্পনার কতটা পূরণ হয়েছে। বারবার লক্ষ্য অপূর্ণ থাকলে নিজেকে দোষারোপ না করে রুটিন সংশোধন করুন। নিয়মিত সম্পন্ন করা ছোট কাজের ফল, মাঝেমধ্যে দীর্ঘ সময় পড়ার চেয়ে বেশি স্থায়ী হতে পারে।

যা পড়ছ, নিজের ভাষায় লিখতে পারছ তো?

ভাষার প্রস্তুতিতে পড়ার সঙ্গে লেখার অভ্যাস যুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলা বা ইংরেজিতে কোনও বক্তব্য বুঝতে পারা এবং সেটি নিজের ভাষায় নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করা এক দক্ষতা নয়। সহজ বাক্য, যথাযথ শব্দচয়ন, শুদ্ধ বানান ও ব্যাকরণের দিকে নজর দিতে হবে। সংবাদপত্রের একটি ছোট প্রতিবেদন পড়ে তার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখা যেতে পারে। পরে মূল লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়েছে কি না, অথবা নিজের অজান্তে নতুন তথ্য ঢুকে গিয়েছে কি না। এই অভ্যাস বক্তব্য বোঝার ক্ষমতাও বাড়ায়।

ঘড়ি ধরে লেখো, বক্তব্য গুছিয়ে রাখো

যে পর্যায়ে বর্ণনামূলক উত্তর লিখতে হবে, সেখানে শুধু নমুনা উত্তর পড়ে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলম চালিয়ে অনুশীলন জরুরি। প্রশ্নের নির্দেশ মেনে লেখার শুরু, বক্তব্যের ক্রম এবং উপসংহার সাজাতে হবে। অনুবাদে মূল অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখা, সারাংশে অপ্রয়োজনীয় বিস্তার বাদ দেওয়া এবং প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক তথ্য সুশৃঙ্খল ভাবে উপস্থাপনের অভ্যাস গড়ে তুলুন। দীর্ঘ বা দুর্বোধ্য বাক্য দিয়ে ভাষাজ্ঞান দেখানোর চেষ্টা না করে স্পষ্ট প্রকাশে জোর দিন। অনুশীলনের লেখা কাউকে দিয়ে পড়াতে পারলে নিজের চোখ এড়িয়ে যাওয়া ত্রুটিও ধরা পড়বে।

শর্টকাটের আগে ভিতটা পাকা করো

অঙ্ক বা অন্য কোনও বিষয়ে ভিত্তিগত দুর্বলতা থাকলে শুধু সমাধান মুখস্থ করে তা কাটানো কঠিন। একটি নিয়ম কী ভাবে কাজে লাগছে, আগে সেটি বুঝুন। তার পরে একই ধরনের কয়েকটি সমস্যা নিজে সমাধান করুন। উদাহরণ দেখে সহজ মনে হলেও বই বন্ধ করে করতে গেলে কোথায় আটকে যাচ্ছেন, তা বোঝা যায়। দ্রুত সমাধানের কৌশল শেখার আগে নির্ভুলতা অর্জন করা প্রয়োজন। প্রস্তুতির পর্যায় ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বিষয় বেছে অনুশীলন করুন। পরীক্ষায় প্রয়োজন নেই এমন কঠিন সমস্যার পিছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।

মক টেস্টে খুঁজে নাও প্রস্তুতির ফাঁক

মক টেস্টকে কেবল নম্বর জানার ব্যবস্থা ভাবলে চলবে না। এটি সময় ব্যবহারের অভ্যাস তৈরি এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করার সুযোগ। পরীক্ষার মতো পরিবেশে বসে অনুশীলন করুন। মাঝপথে বই দেখা, ফোন ধরা বা প্রয়োজনমতো সময় বাড়িয়ে নিলে নিজের প্রস্তুতির সঠিক ছবি পাওয়া যায় না। পরীক্ষা শেষে উত্তর বিশ্লেষণে সময় দিন। কোন অংশে বেশি সময় লেগেছে, কোথায় জানা উত্তর ভুল হয়েছে এবং কোন প্রশ্ন পরে করলে সুবিধা হত, তা লিখে রাখুন। পরের অনুশীলনে এই পর্যবেক্ষণ কাজে লাগানোই আসল উদ্দেশ্য।

শেষবেলায় চেনা পড়াতেই শান দাও

প্রস্তুতির শেষ পর্বে নতুন বই ও উপকরণের সংখ্যা বাড়ানোর প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। একই বিষয়ের বহু ব্যাখ্যা একসঙ্গে পড়তে গিয়ে আগে শেখা বিষয়েও সংশয় তৈরি হতে পারে। যে বই ও নোট থেকে প্রস্তুতি নিয়েছেন, সেগুলিই গুছিয়ে পুনরাবৃত্তি করুন। ভুলের খাতা, গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম এবং অনুশীলনে চিহ্নিত দুর্বল অংশকে অগ্রাধিকার দিন। কোনও সম্ভাব্য প্রশ্নতালিকাকে নিশ্চিত প্রশ্নপত্র ভাববেন না। অন্যের প্রস্তুতির খবর শুনে নিজের পরিকল্পনা ঘনঘন বদলালেও ক্ষতি হতে পারে। প্রয়োজন বুঝে সংশোধন করুন, উদ্বেগের তাড়নায় নয়।

পরীক্ষার হলে মাথা ঠান্ডা, নজর ঘড়িতে

পরীক্ষার হলে প্রশ্ন বাছাই এবং নির্দেশ বোঝার জন্য মাথা ঠান্ডা রাখা জরুরি। প্রথমেই কঠিন প্রশ্নে আটকে গেলে সময়ের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও নষ্ট হয়। নিজের প্রস্তুতি অনুযায়ী এগোন এবং শেষে উত্তর পরীক্ষা করার সময় রাখুন। যেখানে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটার নিয়ম আছে, সেখানে অনুমানের ঝুঁকি বুঝে সিদ্ধান্ত নিন। বর্ণনামূলক উত্তরে প্রশ্নের চাহিদা ও শব্দসীমা মানুন। পরিচ্ছন্ন, পাঠযোগ্য লেখা পরীক্ষককে বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করে; অপ্রাসঙ্গিক দীর্ঘ উত্তর সেই সুবিধা দেয় না।

সুস্থ থাকো, অগ্রগতিতে ভরসা রাখো

সব শেষে প্রয়োজন শরীর ও মনকে প্রস্তুতির সঙ্গী রাখা। ঘুম কমিয়ে, বিশ্রাম বাদ দিয়ে বা সারাক্ষণ অন্যের সঙ্গে তুলনা করে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন। পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নথি, কেন্দ্রে পৌঁছনোর পথ এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা আগে থেকে দেখে রাখুন। একটি অনুশীলনী পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া চূড়ান্ত ব্যর্থতার পূর্বাভাস নয়। সেটি সংশোধনের সুযোগ। প্রস্তুতির মূল্যায়ন হোক প্রতিদিনের কাজ দিয়ে আগের ভুল কমছে কি না, সময়ের ব্যবহার ভাল হচ্ছে কি না এবং নিজের উত্তর সম্পর্কে স্পষ্টতা বাড়ছে কি না।

ছোটদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণতার সহজ উপায়

ডাঃ শামসুল হক

একটা শিশু যখন নতুন কিছু দেখতে থাকে এবং তারপর বুঝতেও শেখে তখন তার উপর বাড়তে থাকে জানার আগ্রহও। আর তারপর তারই সূত্র ধরে নিজে থেকে সে চেষ্টা করে নতুন কিছু জ্ঞান আরোহণের ও। তখন সমগ্র পরিবেশ এবং তার ই পাশাপাশি থাকা মানুষজনদেরও আরও বেশি বেশি করে কাছে পেতেও ইচ্ছে করে তার। তাই তখন সে মনে মনে চায় তার সময় কাটুক শুধুই হৈ হট্টগোল আর হাসি আনন্দেরই মধ্য দিয়ে । কিন্তু একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখা যাবে সেই সুযোগ কিন্তু সব শিশুদের ক্ষেত্রে সমানভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

বলাই বাহুল্য, একটা শিশুর জীবন শুরুর প্রাক মুহূর্তে সেটা একটা বড় ধরণের সমস্যা তো নিশ্চয়ই। আর সেটা নিয়ে বিশেষজ্ঞরাও চুপচাপ বসে নেই। তাঁরাও অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন এবং তাঁদের ই মতামত অনুযায়ী বেশীরভাগ শিশুই মনের মতো পরিবেশের সন্ধান পায় না বলেই ঘটে চলেছে এই ধরণের ঘটনা। আর তার জন্য দায়ী করা যেত পারে তাদের বাড়ির লোকজনকেই। তাঁদের উদাসীনতাই যে বঞ্চিত করেছে তাদের নিজস্ব পছন্দের পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সেই বিষয়েও নিশ্চিত তারা।

সঙ্গত কারণেই তাই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে অজানা একটা অভাববোধও। আর তারই পরিণতি হিসেবে সেই বয়সেই মনে মনে তারা যে একটু ক্লান্তি বোধও করছে অনুভব করা যায় সেটাও। তাদের এই মানসিক বোঝাকে অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ফলাফল বলেই মতামত প্রদানও করেছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

অতএব একটা শিশুর অতি অপ্রকাশিত সেইসব পরিস্থিতিই যে একসময় তাকে মানসিক রোগীতেও পরিনত করতে পারে ভেবে দেখতে হবে সেটাও। শুধু তাই নয় তাদের এহেন পরিণতির জন্য পড়াশোনার কাজেও তেমন একটা মন বসাতে পারেনা তারা। আবার নানানভাবে প্রতিহত হয় তাদের দৈনন্দিন খাওয়া দাওয়া, এমনকি ঘুম পর্যন্ত। তখন তারা হাসতেও ভুলে যায়। দূরে সরে যায় তাদের অতিপ্রিয় খেলাধুলা থেকেও।

অথচ বেশ কয়েক বছর আগেও কোন পরিবারের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়নি ঠিক এই ধরণের পরিস্থিতি। আগে অধিকাংশ বাড়িতেই থাকত জমজমাট ভীড়। বিভিন্ন বয়সের লোকজনদের ভীড় ভাট্টার মাঝেই মহা আনন্দের মধ্যে কেটে যেত একটা শিশুর নিজস্ব দিনগুলোও। ছোট বড়র মধ্যে কোলাকুলি, সকলে মিলে হাসিকান্নার মহা মিছিল, গানবাজনা, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি দেখতে দেখতেই সে নিজেও শিখে যেত অনেক কিছুই।

সেইসব মহামিলনের দিনগুলো কিভাবে যে হারিয়ে গেল আমাদের জাগ্রত হৃদয় থেকে সেটা আমারা বুঝে সময়ে উঠতেও পারিনি। আর তারই ফলস্বরূপ বড়দের এখন তেমন কোন সমস্যার মধ্যে পড়তে না হলেও ছোটরা কিন্তু দিনের পর দিন একা হয়ে পড়ছে এবং নিজেদের ভীষণ অসহায় বোধ ও করছে। অনেক পরিবারের অনেক শিশুই আবার তাদের মা কিংবা বাবাকে ছাড়াই দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়ে দেয় শুধুমাত্র একাকীত্বকেই সঙ্গী করে। বাবাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু অনেক বাড়িতেই দেখা গেছে মায়েরাও তাঁদের সন্তানদের দায়িত্বভার আয়া কিংবা পরিচারিকাদের হতে তুলে দিয়ে বাইরের জগতে ছুটে চলেছেন নানান পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েই। হয়তো সেই কাজ করতে বাধ্য ও হতে হয় তাঁদের। কিন্তু ভাবতে হবে সেই দুধের শিশুটার কথাও। তখন তারা হয়তো কিছু বলতে পারবে না কিন্তু অব্যক্ত এক যন্ত্রণাতে গুমরে গুমরে উঠবে তাদের মন। আর দিনের পর দিন সেইভাবেই চলতে থাকলে একসময় মনটা তার বিদ্রোহী হয়েও উঠতে পারে এবং সেটা থেকে সৃষ্টি হতে পারে নানান ধরণের মানসিক ব্যাধিও। অত এব আপনার প্রিয় সন্তানকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে চাইলে হতে হবে তার সুখের সঙ্গী, দুখের সঙ্গী, খেলার সঙ্গী এবং হাসি কান্নার সঙ্গীও। মনে রাখতে হবে যে, আপনার মনের নাগাল না পেলে কখনও তৃপ্ত হবে না তার মন। মিটতে পারে না তার আত্মতুষ্টিও। তাই একটা কথা সবসময়ই মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাবা মায়ের সঙ্গ ছাড়া একটা শিশুর মনের কিনারা কখনই ষোল আনা পরিপূর্ণ হতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের জনক হিসেবে সমগ্র বিশ্বেই পরিচিত প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগামুণ্ড ফ্রায়েড হলেন সেই বিজ্ঞানের সাইকোডায়ানোমিক পদ্ধতির প্রতিষ্টাতাও। তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের নিজস্ব প্রেরণাকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমেই সম্ভব নিজেকেও সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং সব ধরণের সমস্যার সমাধানের পথ ও খুঁজে বের করা।

তিনিই জানিয়েছেন, কোন কিছু শেখার শুরু সেই বাল্যকাল থেকেই। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন যে, মোটামুটি চার পাঁচ বছর বয়স থেকেই একটা শিশুর মনের অন্দরে নীতিবোধ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়। আর পরবর্তী পর্যায়ে সেটাই নিয়ন্ত্রণ করে তার মনকে এবং অতি অবশ্যই তার নিজস্ব আবেগকেও। বলাই বাহুল্য, আগামী দিনে তাঁর সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই সহজ ও সরল পদ্ধতিতে সকলের পুঞ্জীভূত কষ্টের উপশম ঘটিয়ে মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নিজের কোমল হৃদয়ে।

প্রখ্যাত রুশ চিকিৎসক তথা মনস্তত্ত্ববিদ স্যার ইভান পেত্রাভিচ প্যাভলভ ও শিশু মনের তথ্যানুসন্ধানে ব্যয় করেছেন বেশ কিছুটা সময়ও। শিশু মনের অবস্থা নিয়েও ভেবেছেন অনেক কিছু। তারপর সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন তাঁর নিজস্ব মতামতও। আর তার মাধ্যমেই তাদের মানসিক সুস্থতার সুরক্ষা এবং তার বিলম্বিত রূপের প্রতিকারের উপায়ও জানিয়েছেন তাঁর সেই তথ্যানুসন্ধানেরই মাধ্যমে।

শিশুদের মানসিক ভারসাম্যহীনতার কথা বিবেচনা করেই সেই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তারপর ও চলেছে নানান গবেষণামূলক কাজকর্ম। বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে তাঁদের প্রচেষ্টাও। অন্তঃসমীক্ষার পদ্ধতি এই মুহূর্তে সকলের মুখে তাই হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছে। সম্ভব হয়েছে বহু সমস্যায় জর্জরিত শিশুদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাও। উন্নতি হয়েছে মানসিক বিকাশেরও। কিন্তু তবুও দুর্ভাগ্যবশত যদি কোন সমস্যা থেকেও যায় তাহলে শেষ অবলম্বন হিসেবে নিতে হবে সাইকো থেরাপির সহায়তা।

পুজো শেষে অনেক সরকারি চাকরির সুযোগ

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ



গত ১৫ বছরের তৃনমূল কংগ্রেস সরকারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গে প্রথম ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকারকে। গত ১৫ বছরে সরকারি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতিতে যাদের চাকরি হারা হতে হয়েছে , তাদের সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে আবার পরীক্ষায় বসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রায় ৮-৯ বছর চাকরি করার পর গত সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ফলে অযোগ্য বা টাকার বিনিময়ে, মেধা বিচার না করে যাদের স্কুলে নিয়োগ করা হয়েছিলো (শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী) , তাদের সাথে যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীদেরও চাকরি চলে যায়। কারন রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বা স্কুল সার্ভিস কমিশন অযোগ্যদের তালিকা হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে জমা না দেওয়ার কারণে । তারপর এইসব শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীদের আবার পরীক্ষায় বসতে বলা হয়। এদের সাথে নতুন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় বসেছিলো। কিন্তু গত ৮-৯ বছরের চাকরির পরীক্ষার চর্চা না থাকায় তাদের অধিকাংশ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। তাছাড়া গত ১৫ বছরে ২০১৬ সালের পর আর স্কুল সার্ভিস কমিশনের বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা না হওয়ায় কেউ চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারেনি । তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরে যে ভাবে নিয়োগ দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে এসেছে , তাতে সব শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধারণা হয়েছে যে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি হবে না। এভাবে অনেকেরই চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন সরকার পশ্চিম বঙ্গে গঠন করে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ শুরু করেছে । এতে বেকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা নতুন সরকারের প্রতি ভরসা হয়েছে । কারন কিছুদিন আগে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১১,০০০ এরও বেশী মানুষের হাতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে নিয়োগ পত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি। আবার গতকাল প্রায় ৩০৯ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেকটরের হাত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি নিয়োগ পত্র তুলে দিয়েছেন।

কিন্তু যারা গত ১৫ বছরে চাকরির পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়নি, এখন যাদের বয়স পার হয়ে গেছে , তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি গতকাল(৩ অক্টোবর ২০২৬) নবান্ন সভাগৃহে তাদের জন্য চাকরির বয়সের উর্ধসীমা ৪৫ বছড় করার কথা ঘোষণা করেছেন । এটা ছিলো বিজেপির সংকল্পই পত্রে ।

এবার বলি গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি নবান্ন থেকে ঘোষণা করেছেন , বছরে এক লাখ নিয়োগ করা হবে। তার আগে নবান্ন সভাগৃহে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ১৫২ জন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি। তিনি বলেছেন বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আগামী বছর ৮ মে-র মধ্যে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী, পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ নিয়োগ সরকার করবে বলে জানিয়েছেন।

আবার কালীপূজার পর বিধান সভার অধিবেশন ডেকে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ১৯০ টি স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে।

তাই যারা চাকরির জন্য এতোদিন ধরে অপেক্ষা করছিলো, তাদেরকে এখন গভীর মনোযোগের সাথে আবার চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্য তৈরী হতে হবে । অনেকেই আমরা লেখাপড়া করি একটি ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য। তবে আমি বলবো যেকোনও সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতে। তাতে যেমন অভিজ্ঞতা বাড়বে , আবার চাকরির জন্য প্রস্তুতিও নেওয়া হবে । অনেকেই আছে , যারা সরকারি চাকরিকে তাদের ধ্যান জ্ঞান করে , তাদের জন্য দীর্ঘদিন পর নতুন বিজেপি সরকার দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এবার প্রকৃতই মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি জানিয়ে দিয়েছেন। এবং তার প্রমাণও নিজে হাতে নিয়োগ পত্র দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আবার সরকারি চাকরির সুবর্ণ সুযোগ। নোটিফিকেশন কিছুদিনের মধ্যেই দেবে বলে জানানো হয়েছে। তাই আর দেরী নয়। যোগ্যতা অনুযায়ী এক বা একাধিক চাকরির ফর্ম ফিলাপ করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

মেধা রাজ্যের বলশক্তি

শুভজিৎ বসাক



আমাদের দেশের সামগ্রিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে কাজের দায়িত্বের সঙ্গে সঠিক বেতন সামঞ্জস্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পেশাগত জীবনে পদের নাম বা দায়িত্ব বাড়লেও বেতনের ক্ষেত্রে যদি তার ইতিবাচক প্রভাব না পড়ে, তবে কর্মীদের মধ্যে হতাশা আসা স্বাভাবিক বিষয়। কর্মসংস্থান বিষয়ক সংস্থা 'ইনডিড'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ কর্মী মনে করেন যে তাদের পদের নাম বা দায়িত্বের সাথে প্রাপ্ত বেতনের অসঙ্গতি বর্তমান। প্রায় ৮০ শতাংশ পেশাদার কর্মীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে তাদের পদের নাম পরিবর্তন করে উচ্চ পদে উন্নীত করা হলেও (পদের নামেমাত্র উন্নতি বা ' টাইটেল ইনফ্লেশন '), প্রকৃত আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে না। বিগত ২ বছরে পদোন্নতি হওয়া কর্মীদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ কর্মীর বেতন বৃদ্ধি পায়নি এবং যাদের বেড়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশের কম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, প্রায় ৫২ শতাংশ কর্মী কেবল পদের চেয়ে ভালো বেতন প্রদানকারী সংস্থাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। এই সার্বিক চিত্রটি কেবল সাধারণ কর্পোরেট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করছে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে; বিশেষ করে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের পেশাগত জীবনকে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দেশের এই সাধারণ বেতনজনিত কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট সুযোগ পেলেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হচ্ছেন। রাজ্যের নিজস্ব সমকক্ষ বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়ে নিয়োজিত হওয়ার পরও মূলত উন্নত পে-স্কেল এবং স্থায়িত্বের আশায় তারা কেন্দ্রমুখী হচ্ছেন। এরফলে রাজ্য একটি বিরাট অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাদার গোষ্ঠী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একজন দক্ষ টেকনোলজিস্ট তৈরি করতে রাজ্যের প্রচুর সময় ও সম্পদ ব্যয় হয়; তাই তারা চলে গেলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। একইসাথে, একজন প্রার্থীর স্থানান্তরের ফলে শূন্য পদে নতুন কাউকে নিয়োগ করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এতে একদিকে যেমন অন্য একজন যোগ্য প্রার্থীর কর্মসংস্থানের সুযোগ পিছিয়ে যায়, অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে ডায়াগনস্টিক, অপারেশন থিয়েটার কিংবা ক্রিটিক্যাল কেয়ারের মতো সংবেদনশীল পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সংশ্লিষ্ট পরিসরে বিচার করলে, রাজ্যের মোট প্রশিক্ষিত টেকনোলজিস্টদের ২০-৩০ শতাংশ কর্মীও যদি উন্নত বেতনের কারণে অন্য জায়গায় চলে যান, তবে আগামী ৫-১০ বছরে রাজ্যে দক্ষ জনবলের ঘাটতি প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই বাস্তবতার স্থায়ী ও ইতিবাচক সমাধানের জন্য তথ্যভিত্তিক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বিগত দিনের সিদ্ধান্ত ও সরকারি নির্দেশনা বিশ্লেষণ করলে আমরা একটি সুনির্দিষ্ট সমাধানের পথ দেখতে পাই। পূর্বেও ২০১৯ সালে মার্চ মাসে রাজ্য সরকারের শীর্ষস্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ' টেকনিক্যাল অফিসার (অপারেশন থিয়েটার অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার) '-এর মতো পদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে প্রচলিত বেতন কাঠামোর ঊর্ধ্বে গিয়ে অফিসার পদমর্যাদার অত্যন্ত সম্মানজনক, যুগোপযোগী ও উচ্চতর বেতন পরিকাঠামো নির্ধারণ করা হয়। এটি প্রমাণ করে যে রাজ্যে স্বাস্থ্য খাতে যোগ্য পদোন্নতি ও উপযুক্ত আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধির পরিকাঠামোগত পথ ইতিমধ্যেই উন্মুক্ত রয়েছে। অতএব, কেবল ভিন্ন সংস্থায় যোগদানের মাধ্যমে উপার্জনের কথা চিন্তা না করে, যৌথ উদ্যোগ ও বস্তুনিষ্ঠ নথিপত্র প্রশাসনের কাছে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা সম্ভব। নতুন প্রজন্ম এবং আগামী ভারতের সুদৃঢ় স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের উচিত অন্তত এই 'টেকনিক্যাল অফিসার'-এর মতো সম্মানজনক পদকেই ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা। এই পদের অধীনেই উন্নততর বেতন পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন এবং বর্তমানে কর্মরত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদেরও এই পদে উন্নীত করা উচিত। এর মাধ্যমে যেমন যোগ্য মেধার সঠিক মূল্যায়ন হবে, তেমনই রাজ্যবাসী পাবেন এক নিরবচ্ছিন্ন ও বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা।